গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক হ্যান্ডবুক

মে ২০১৮

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক হ্যান্ডবুক

স্বত্ব ঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ড. জাফর আহমেদ খান

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

সম্পাদনা ঃ

মোঃ মাহবুব হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সোহরাব হোসেন, যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
মোঃ আব্দুর রউফ মিয়া, উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও প্রকল্প পরিচালক, এসপিজিপি
মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা, উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
ফুসামায় রিয়ে, ডেভেলপমেন্ট প্লানিং স্পেশালিস্ট, এসপিজিপি-জাইকা
মোঃ আবদুল গফ্ফার, সিনিয়র কনসালটেন্ট (আরবান গভর্নেন্স এন্ড মনিটরিং), এসপিজিপি-জাইকা
মোঃ আবদুল মোতাল্লেব, নগর উন্নয়ন (পরিচালন ও পরিকল্পনা) কনসালটেন্ট, এসপিজিপি-জাইকা
আবু মোঃ মোহ্সিন, কনসালটেন্ট (পিডিপি), এসপিজিপি-জাইকা
মোঃ সোহরাব হোসেন, সিনিয়র কনসালটেন্ট (আরবান গভর্নেন্স এন্ড মনিটরিং), এসপিজিপি-জাইকা
মোঃ আসাদুজ্জামান, নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামো সম্পর্কিত কনসালটেন্ট, এসপিজিপি-জাইকা

গ্রন্থনা ও প্রকাশনা ঃ

স্ট্রেন্দেনিং পৌরসভা গভর্নেন্স প্রজেক্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জাইকা

প্রকাশকাল ঃ

মে ২০১৮

মুদ্রণ ঃ

মুখবন্ধ

পৌরসভা বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দ্রুত নগরায়নের ফলে দেশে শহরাঞ্চল বা পৌরসভাসমূহে দিনে দিনে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী শহরাঞ্চলে এ বৃদ্ধির হার ৪.১% (আদমশুমারি, বিবিএস, ২০১১)। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত দেশে পৌরসভার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২৯টি। পৌরসভার সংখ্যা বাড়লেও পৌরসভাসমূহের জনবল, প্রশাসনিক সক্ষমতা ও সেবা প্রদানের সামর্থ্য সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। এজন্য সুনির্দিষ্ট মানদন্ডের ভিত্তিতে পৌরসভাসমূহকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথাঃ 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভা। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে সব শ্রেণির পৌরসভাতেই পরিচালন ব্যবস্থা, সেবার পরিমাণ সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত নাগরিক সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আরো উন্নতি করার সুযোগ আছে। এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'স্ট্রেন্দেনিং পৌরসভা গভর্নেন্স প্রজেক্ট-এসপিজিপি' ২০১৫ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিকভাবে ৭টি পৌরসভাকে পাইলট পৌরসভা হিসেবে এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এসপিজিপি'র লক্ষ্য হচ্ছে, 'পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয়ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে সহযোগিতা করা'। পাশাপাশি পৌরসভাসমূহের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি কাঠামো তৈরি করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এসপিজিপি যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বাস্তব ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তাবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য **'পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক হ্যান্ডবুক'** নামক এ সহায়িকাটি প্রকাশিত হলো। এ হ্যান্ডবুকটি তৈরীর জন্য প্রথমে একটি খসড়া হ্যান্ডবুক তৈরির পর কেন্দ্রীয় ও পৌরসভা পর্যায়ে একাধিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে হ্যান্ডবুকটিকে পরিমার্জন করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মূল্যবান মতামত দিয়ে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক হ্যান্ডবুকটির উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

প্রতিটি পাইলট পৌরসভায় হ্যান্ডবুক অনুসরণে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ফলে পাইলট পৌরসভাসমূহর কর্মকান্ডে যেমন পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের কর্মকান্ডে নাগরিকদের চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়েছে, তেমনি জনগণ ও পৌরসভার মধ্যে উন্নয়নের সেতুবন্ধন রচিত রচিত হয়েছে। এছাড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অধিবাসীদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে পৌরসভা সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য জনগণের অর্থ ব্যয় করে কী লক্ষ্য অর্জন করতে চায় এবং সেই লক্ষ্যে কী ধরণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সে সব বিষয় জনগণকে জানাতে পারছে। এ হ্যান্ডবুক অনুসরণ করে অন্যান্য পৌরসভাসমুহ উপকৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ৬২ নং আনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রণীত এই হ্যান্ডবুকটিতে সহজ ও কার্যকরভাবে পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। হ্যান্ডবুকটি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজনসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ হ্যান্ডবুক ব্যবহার প্রক্রিয়ায় কোন গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া গেলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে এবং সে অনুযায়ী হ্যান্ডবুকটিকে পর্যায়ক্রমে আরো সম্মৃদ্ধ করা হবে। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক বিষয়ক এই ব্যবহারিক হ্যান্ডবুকটি জাতীয়ভাবে দেশের সকল পৌরসভায় ব্যবহারের জন্য প্রণীত হলো। আমার বিশ্বাস, জন অংশগ্রহণে প্রণীত এই হ্যান্ডবুকটির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ এবং নাগরিক সন্তুষ্টি অর্জনে নগর স্থানীয় সরকারকে আরো সক্রিয় ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এ হ্যান্ডবুকটি প্রণয়ন ও প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডঃ জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ১

১.১. স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ১

১.২. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক হ্যান্ডবুক প্রণয়নের উদ্দেশ্য ১

২. উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা ও এর আইনগত প্রেক্ষাপট ২

২.১. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কিত ধারণা ২

২.২. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ৩

৩. উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপ্তি ৪

৩.১. উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদ ৪

৩.২. উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাভুক্ত কার্যাবলী ৪

৪. উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি ৬

৪.১. উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রবাহ ৬

৪.২. সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা ৭

৪.৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পর্যায়সমূহ ১২

পর্যায় ১ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ১২

পর্যায় ২ঃ প্রস্তুতিমূলক সভা ১২

পর্যায় ৩ঃ ওয়ার্ড পর্যায়ের রূপকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প সংগ্রহ ১৩

পর্যায় ৪ঃ পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার মূল্যায়ন ১৬

পর্যায় ৫ঃ সম্ভাব্য আর্থিক সম্পদের প্রাক্কলন ১৯

পর্যায় ৬ঃ পৌরসভার রূপকল্প প্রণয়ন ২২

পর্যায় ৭ঃ পৌরসভার প্রকল্প/কার্যক্রমের একটি খসড়া অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ২৩

পর্যায় ৮ঃ খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিল সংকলন ২৯

পর্যায় ৯ঃ টিএলসিসি'র সভায় খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনা ২৯

পর্যায় ১০ঃ পৌর পরিষদের সভায় খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ ২৯

পর্যায় ১১ঃ চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ ৩০

পর্যায় ১২ঃ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ৩০

৫. উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ৩২

৫.১. পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য ৩২

৫.২. পরিবীক্ষণ করার প্রক্রিয়া ৩২

সংযুক্তি- ১ ..... ৩৪

সংযুক্তি- ২ ..... ৩৫

সংযুক্তি- ৩ ..... ৩৮

সংযুক্তি- ৪ ..... ৩৮

১. ভূমিকা

১.১. স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া বলতে কিছু পর্যায়ক্রমিক কর্মকাণ্ডকে বুঝায় যেগুলো পরিকল্পনা তৈরির সময় অনুসরণ করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনার ফলাফলসমূহ উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক এক গুচ্ছ দলিলের সংকলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় যেখানে লক্ষ্য, লক্ষ্য অর্জনের কর্মপন্থা ও বাস্তবায়নের সময়সূচি, বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

স্থানীয় সরকার পরিচালনার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্থানীয় সরকারের জন্য বিদ্যমান আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে কার্যকর ও দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা পরিচালনা করা সহজ হবে যদি উক্ত এলাকার উন্নয়নে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সংযোগ থাকে। উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলাফল অর্জন প্রক্রিয়ায় যদি নিয়মিতভাবে জনসাধারণের সাথে মত বিনিময় করা হয় এবং স্থানীয় সরকারের পক্ষ থেকে এর বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়, তাহলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। বিশেষতঃ এটি সে সকল স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ থেকে সেবা দানের দায়িত্ব পালন করে থাকে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া যদি জন-অংশগ্রহণমূলক হয়, তবে তা স্থানীয় সরকার ও জনগণ উভয়ের জন্যই অধিকতর সুফল বয়ে আনতে পারে; বিশেষ করে পৌরসভা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা বলে জনগণের অংশগ্রহণ পৌরসভার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১.২. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক হ্যান্ডবুক প্রণয়নের উদ্দেশ্য

এই হ্যান্ডবুকটি পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়বস্তু হিসেবে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য যে সকল ধাপ অনুসরণ করতে হবে তা এ হ্যান্ডবুকে তুলে ধরা হয়েছে। এ হ্যান্ডবুকে বর্ণিত বিষয়বস্তু ও ধাপসমূহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক আইন ও বিধি, প্রবিধি বা নীতি/নির্দেশনা প্রবর্তন, পরিবর্তন বা সংশোধন হলে সে অনুযায়ী এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২. উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা ও এর আইনগত প্রেক্ষাপট

২.১. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কিত ধারণা

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কী?

একটি পরিকল্পনা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোন কার্য সম্পাদনের বা কিছু অর্জনের লক্ষ্যে একটি বিস্তারিত প্রস্তাব। স্থানীয় সরকারের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে এমন একটি সংকলিত দলিলকে বুঝায় যাতে কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট সময়কালে কীভাবে উন্নয়ন সাধন করা হবে তা বর্ণিত থাকে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে, স্থানীয় সরকাররে নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রণীত এমন এক দলিল যাতে উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান ও ভৌত অবকাঠামো এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত নীতিমালা ও কর্ম-পরিকল্পনার সুস্পষ্ট বিবরণ থাকে। একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলে সাধারণত উন্নয়নের লক্ষ্য, নীতিমালা ও প্রস্তাবিত কর্ম-পরিকল্পনা, বাস্তবায়নের সময়সূচি, আর্থিক পরিকল্পনা, বাস্তবায়নের ব্যবস্থা, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা থাকে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বলতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রমকে বুঝায়। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সাধারণভাবে অনুসরণকৃত ধাপসমূহের মধ্যে বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণ, রূপকল্প তৈরি, অগ্রাধিকার ভিত্তিক কার্যক্রম নির্বাচন, ব্যয় নিরূপণ, কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সময়সূচি নির্ধারণ, বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

একটি ভালো ও কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ বহুলাংশেই নির্ভর করে এর প্রণয়ন প্রক্রিয়ার উপর। বিশেষ করে, স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী একটি স্বীকৃত রীতি হিসেবে পরিগণিত।

স্থানীয় সরকারের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন স্থানীয় সরকার পরিচালন ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যতীত কোন স্থানীয় সরকার দক্ষতার সাথে কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে পারে না। স্থানীয় সরকার পরিচালনায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন নিম্নবর্ণিত কারণে অত্যাবশ্যকঃ

- ✧ মধ্য অথবা দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রার উপর ভিত্তি করে অংশীজনদের সম্মত অগ্রাধিকার অনুসরণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা বিদ্যমান সম্পদের দক্ষ বা কার্যকর ব্যবহারের পূর্ব শর্ত; এবং
- ✧ স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মৌলিক উপাদান হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের অর্থ দ্বারা কী কার্যক্রম সম্পাদন করেছে এবং ভবিষ্যতে কী কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, জনসম্মুখে তা ব্যাখ্যা করতে দায়বদ্ধ।

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে নাগরিকবৃন্দের অংশগ্রহণ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নাগরিকবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ১১৫ ধারা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৯-০৩-২০১১ তারিখের ৪৬. ০৬৩. ০২২. ০১. ০০. ০০১. ২০১১-২৫৮ নং স্মারকের নির্দেশনা অনুসারে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে নাগরিকবৃন্দকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিম্নবর্ণিত কারণে গুরুত্বপূর্ণ ঃ

- ✧ এ প্রক্রিয়া অধিবাসীদের চাহিদার উপযোগী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে;
- ✧ এর ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ সহজতর হয় এবং অধিবাসীদের সমর্থন পাওয়া যায়; এবং
- ✧ এ কাজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নাগরিকবৃন্দের দায়িত্ববোধ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়, যেমন- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কর পরিশোধে নাগরিকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়;

- ✧ এটি পৌরবাসীকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যার বিষয়ে সচেতন করতে পারে;
- ✧ এটি নাগরিকদের নাগরিক সেবাসমূহের মালিকানা-বোধ বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধাসমূহ কী কী?

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন স্থানীয় সরকার এবং নাগরিকবৃন্দ উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক যা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

স্থানীয় সরকারের জন্য সুবিধা

- ✧ উন্নয়ন পরিকল্পনা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সমন্বিতভাবে পরিচালনায় সাহায্য করে
- ✧ জনগণের সম্পদের কার্যকর ও দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে ফলাফল অর্জনে উন্নয়ন পরিকল্পনা সহায়ক ভূমিকা পালন করে; এবং
- ✧ কোন এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও কর আদায় সহজতর করার জন্য জনগণের সমর্থন অর্জনে উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি অন্যতম উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে
- ✧ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অধিবাসীদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য জনগণের অর্থ ব্যয় করে কী লক্ষ্য অর্জন করতে চায় এবং সেই লক্ষ্যে কী ধরণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সে সব বিষয় জনগণকে জানাতে পারে।

নাগরিকদের সুবিধাসমূহ

- ✧ পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায় থেকে স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডে নাগরিকদের চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়;
- ✧ সীমিত আর্থিক সম্পদ ব্যবহার করে কীভাবে সর্বোচ্চ সুফল অর্জন করা যায় এবং যে সম্পদ রয়েছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার কীভাবে নিশ্চিত হবে সে ব্যাপারে অংশীজনদের সাথে স্থানীয় সরকারের আগাম মত বিনিময়ের সহায়ক হয়;
- ✧ জনগণ ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন রচিত হয়; এবং
- ✧ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় স্থানীয় সরকারের যথাযথ পর্যবেক্ষণ জনগণের সম্পদের অপব্যবহারের ঝুঁকি কমাতে পারে।

২.২. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (পরবর্তীতে "পৌরসভা আইন, ২০০৯" নামে অভিহিত) এর দ্বিতীয় তফসিলে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ বিস্তারিত কার্যক্রমের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ ৬২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ড পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবে (নীচের বক্স দ্রষ্টব্য)।

পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ ৬২

(১) পৌরসভা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

(২) অনুরূপ পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে করতে হবে এবং এতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকবে, যথা-

(ক) পরিবেশ দূষণ রোধ;
(খ) পৌরসভার কোন বিশেষ কার্যাবলীর উন্নয়ন;
(গ) পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;
(ঘ) কোন এজেন্সি কর্তৃক পরিকল্পনা সম্পাদিত ও বাস্তবায়িত হবে তা নির্ধারণ;
(ঙ) এরূপ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াবলী; এবং
(চ) সরকার, পৌরসভা বা এর কোন খাত হতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ, কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দিতে পারবে।

৩. উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপ্তি

৩.১. উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদ

পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা স্বল্প, মধ্য অথবা দীর্ঘ মেয়াদী সময়ের জন্য প্রণয়ন করা যেতে পারে। পৌরসভা আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পৌর পরিষদের মেয়াদকাল পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে ৫ বছর। যেহেতু, পৌর পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর সেহেতু, এ হ্যান্ডবুকেও যুক্তিসংগত কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদ ৫ বছর হবে মর্মে সুপারিশ করা হয়েছে; যাতে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা প্রশাসন তার মেয়াদের মধ্যে তাদের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। সুতরাং, এ পরিকল্পনা পৌর পরিষদের মেয়াদকালের শুরুতেই করা প্রয়োজন। তবে, পৌর পরিষদ যদি মেয়াদকালের শুরুতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যর্থ হয়, তাহলে পরিষদের মেয়াদকালের যে কোন সময় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

পাঁচ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদকালের মধ্যে উক্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রতি বছর বাজেট প্রণয়ন করার সাথে সাথে একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিবেচনায় বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে পৌর পরিষদ প্রয়োজন বোধ করলে পাঁচ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশোধন করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি কোন পরিষদ তার নির্ধারিত মেয়াদকালের মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয় তাহলে পরবর্তী পৌর পরিষদ উক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে পারে বা নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে।

৩.২. উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাভুক্ত কার্যাবলী

পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা বিভিন্ন ধরণের জনসেবা সম্পর্কিত কার্যাবলীকে আওতাভুক্ত করতে পারে। পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলে যে সকল কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে (সংযুক্তি-১ দ্রষ্টব্য) প্রাথমিকভাবে সে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা উচিৎ। তাছাড়া, পৌর এলাকার ভেতরে অবস্থিত অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- সরকারি সংস্থাসমূহের এখতিয়ারভুক্ত কার্যক্রমও উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাভুক্ত হতে পারে। এর মধ্যে পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা (পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সহ প্রশাসনিক ও আর্থিক সক্ষমতা) বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

যে সকল কার্যাবলী পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাভুক্ত হবে সে সকল কার্যক্রমকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারেঃ

১) ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণত নাগরিকবৃন্দের প্রধান চাহিদা। পৌরসভা কর্তৃক তত্ত্বাবধানকৃত এ ধরনের 'সর্ব সাধারণের ব্যবহার্য' ভৌত অবকাঠামোসমূহ নিম্নরূপঃ

- পরিবহন ও যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত অবকাঠামো যেমন- সড়ক, ফুটপাত, সেতু এবং সড়ক বাতি;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো, যেমন- বর্জ্য অপসারণ স্থান, স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সাইট ও ডাস্টবিন ;
- পানি সরবরাহের অবকাঠামো, যেমন- পাইপলাইন, নলকূপ, ওভারহেড রিজার্ভ ট্যাঙ্ক, ভূ-উপরিভাগের পানি শোধনাগার, পানির লৌহ অপসারণ প্ল্যান্ট, ইত্যাদি;
- পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশনের ড্রেন, নর্দমা ও কালভার্ট;
- হাট বাজার এবং কসাইখানা; এবং
- বিনোদনমূলক নাগরিক সেবাসমূহ, যেমন- পাবলিক হল, কমিউনিটি সেন্টার, পার্ক ও উদ্যান, খেলার মাঠ, ইত্যাদি।

অন্যান্য জনসেবামূলক অবকাঠামোসমূহও একটি উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাভুক্ত হতে পারে।

২) সামাজিক ক্ষেত্রে নাগরিক সেবা পরিচালনা ও উন্নয়ন

পৌরবাসীদের জন্য দেয়ার মত অথবা পৌরবাসী আশা করে এমন বিভিন্ন প্রকার নাগরিক সেবা পৌরসভার রয়েছে। এর অধিকাংশ নাগরিক সেবা অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত নয়। পৌরসভা সাধারণভাবে এ ধরণের সেবাসমূহ প্রদান করে থাকেঃ

- জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত নাগরিক সেবা, যেমন- বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ (বাজারের বর্জ্য/সড়ক ঝাড়ু দেওয়া বর্জ্য/নর্দমা পরিষ্কারের বর্জ্য এবং গৃহস্থালি বর্জ্য), পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থা করা, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ এবং হাসপাতাল বর্জ্যের নিরাপদ অপসারণ;
- খাদ্য ও পানীয়ের মান নিয়ন্ত্রণ;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা;
- কবরস্থান, শ্মশানঘাট ও সিমেট্রি নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনা;
- বৃক্ষরোপণ এবং সৌন্দর্যবর্ধন ও ল্যান্ড স্কেপিং;
- সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- জন নিরাপত্তা সম্পর্কিত নাগরিক সেবা, যেমন- পৌর পুলিশের মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা;
- শিক্ষা সম্পর্কিত নাগরিক সেবা, যেমন- শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, বিদ্যালয়ে অনুদান, শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করা, পৌর তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- সংস্কৃতি ও বিনোদন সম্পর্কিত নাগরিক সেবা, যেমন- নাগরিকবৃন্দের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিনোদনমূলক কর্মসূচি আয়োজন করা।

সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত নাগরিক সেবাসহ অন্যান্য জনসেবাসমূহ পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাভুক্ত হতে পারে।

৩) পরিবেশ সংরক্ষণ

পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ৬২ নং ক্রমিকে পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে। পরিবেশ দূষণ বলতে সাধারণত বায়ু, পানি এবং মাটির দূষণকে বুঝায়। এই ধরণের দূষণ রোধ করার জন্য পৌরসভা করতে পারে এমন কিছু কাজ হতে পারেঃ

- বন, নদী, খাল ইত্যাদি সংরক্ষণ বা পুনর্বাসন;
- ড্রেন রক্ষণাবেক্ষণ;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;
- স্যানিটেশন কার্যক্রম;
- পরিবেশ দূষণ রোধের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি।

৪) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

পৌরসভাসমূহ আইনে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের প্রস্তাবনাও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। সাধারণভাবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়ন করা প্রয়োজন হয়ে থাকে, যেমন-

- রাজস্ব আদায়;
- বাজেট প্রণয়ন;
- হিসাবরক্ষণ/বাজেট বাস্তবায়ন;
- সুনির্দিষ্ট নাগরিক সেবা সরবরাহ;
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
- স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নাগরিকদের অংশগ্রহণ;
- স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ;
- জনবল ব্যবস্থাপনা/জনবল এর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ/যৌক্তিক জনবল কাঠামো।

৪. উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

৪.১. উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রবাহ

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য কাজ; কিন্তু প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে তার কার্যাবলী দক্ষতার সাথে কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এ কাজটি সম্পাদন করা প্রয়োজন। এ হ্যান্ডবুকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করার সুপারিশ করা হয়েছেঃ

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রবাহ-

	পর্যায়	সম্পাদনের সম্ভাব্য সময়	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষ
পর্ব ১ঃ সূচনামূলক কার্যক্রম	১। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পৌর পরিষদের সভায় *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*কে দায়িত্ব প্রদান	১ দিন	মেয়র এবং পৌর পরিষদ
	২। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-পরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থায়ী কমিটির প্রস্তুতিমূলক সভা	১ দিন	বিভাগ প্রধান ও নগর পরিকল্পনাবিদগণের (যদি থাকে) সহযোগিতায় *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*
পর্ব ২ঃ খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি	৩। ওয়ার্ড পর্যায়ে চাহিদা সংগ্রহ ও রূপকল্প নির্ধারণ	২ সপ্তাহ	মেয়র ও বিভাগ প্রধানদের সহযোগিতায় ওয়ার্ড কমিটি
	৪। সকল ওয়ার্ডের চাহিদা বিবেচনা করে সমগ্র পৌরসভার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ৫। প্রাপ্তব্য আর্থিক সম্পদের সম্ভাব্য প্রাক্কলন প্রণয়ন	১ মাস	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বিভাগ প্রধান ও নগর পরিকল্পনাবিদগণের (যদি থাকে) সহযোগিতায় *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*
	৬। পৌরসভার রূপকল্প বিবৃতি প্রণয়ন	১ দিন	মেয়র, কাউন্সিলর, পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অন্যান্য অংশীজনদের উপস্থিতিতে আয়োজিত কর্মশালার মাধ্যমে *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*
	৭। পৌরসভার খসড়া প্রকল্প/কার্যাবলীর অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন	২ সপ্তাহ	বিভাগ প্রধান ও নগর পরিকল্পনাবিদগণের (যদি থাকে) সহযোগিতায় *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*
	৮। খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন এবং মেয়রের নিকট পেশ	২ সপ্তাহ	বিভাগ প্রধান ও নগর পরিকল্পনাবিদগণের (যদি থাকে) সহযোগিতায় *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*

পর্ব ৩ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ	৯। টিএলসিসি'র সভায় খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা	১ দিন	মেয়র
	১০। পৌর পরিষদের সভায় খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ	১ দিন	মেয়র
	১১। স্থানীয় সরকার বিভাগে খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য প্রেরণ	১ দিন	মেয়র
পর্ব ৪ঃ বাস্তবায়নের বার্ষিক পরিকল্পনা নির্ধারণ	১২। বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন ও প্রকাশনা	২ সপ্তাহ	*সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির* সহযোগিতায় পৌর পরিষদ

৪.২. সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা

বিভিন্ন অংশীজনের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একটি কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। এই হ্যান্ডবুকে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, পৌর পরিষদের অনুমোদনক্রমে *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি* এই কাজে নেতৃত্ব প্রদান করবে। এ কাজে অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে রয়েছে - ওয়ার্ড কমিটি, টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন (শহর সমন্বয়) কমিটি, মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ, *অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*, *কর নিরূপণ ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি* এবং পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। নিচের চিত্রে এ সকল অংশীজনের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হলো ঃ

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশীজনদের পারস্পরিক সম্পর্ক

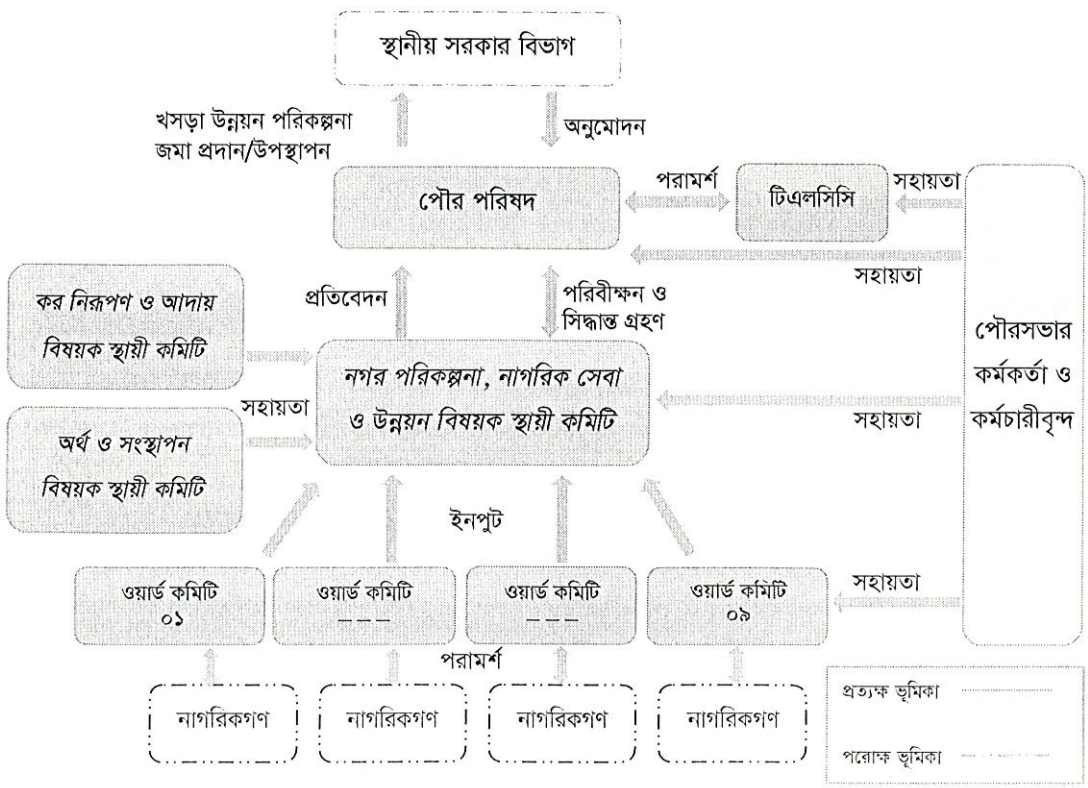

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় প্রতিটি অংশীজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং, এ কাজে তাদের ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি অংশীজনের এরূপ সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নীচে বর্ণনা করা হলো।

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫৫ অনুযায়ী *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি* গঠনের বিধান রয়েছে। এ হ্যান্ডবুকে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, পৌর পরিষদের অনুমোদনক্রমে উক্ত কমিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই কমিটি পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫৬-তে উল্লিখিত দশটি অত্যাবশ্যক স্থায়ী কমিটির একটি।

স্থায়ী কমিটির গঠন কাঠামো ধারা ৫৫

সদস্যঃ মেয়র এবং কাউন্সিলরবৃন্দের মধ্য থেকে মনোনীত চার জন কাউন্সিলরকে নিয়ে মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচ জন। এর মধ্যে ৪০% মহিলা সদস্য হতে হবে।

সভাপতিঃ কাউন্সিলরবৃন্দের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করতে হবে (আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ব্যতীত)

সদস্য 'কো-অপ্ট' করাঃ প্রত্যেক স্থায়ী কমিটি একজন করে বিশেষজ্ঞ সদস্যকে কমিটিতে 'কো-অপ্ট' করতে পারবে যার সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোটাধিকার থাকবে না।

যেহেতু, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেকগুলো কারিগরি বিষয় সম্পৃক্ত থাকে, সেহেতু *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*তে বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করা হচ্ছে; যা উক্ত স্থায়ী কমিটির কাজে খুব সহায়ক হবে। এটা কাঙ্ক্ষিত যে, উক্ত সদস্য হবেন ভৌত বা সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ যার উপযুক্ত প্রযুক্তিগত দক্ষতা রয়েছে।

পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত উপ-বিধির আলোকে সকল স্থায়ী কমিটির কার্যপরিধি নির্ধারিত হবে (পৌরসভা আইনের ধারা-৫৬)। স্থানীয় সরকার বিভাগ ০২.০১.২০১৩ খ্রিঃ এর স্মারক নং ৪৬.০৬৩.০২২.০০.০০১.২০১২(অংশ-৩)-০৭ এর মাধ্যমে স্থায়ী কমিটির গঠন এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি নমুনা উপ-আইন প্রণয়ন করেছে। নমুনা উপ-আইনে প্রদত্ত *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*র কার্যপরিধি নীচের বক্সে দেখানো হলো। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির অংশটি নমুনা উপ-আইনের আলোকে "বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চিহ্নিত এবং বাস্তবায়ন করতে পৌর পরিষদকে পরামর্শ প্রদান" হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। "উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির নেতৃত্ব প্রদান" কে এই কমিটির কাজ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি পৌরসভা ইতোমধ্যে উপ-বিধি প্রণয়ন করে থাকে, তবে এটা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপ-আইন সংশোধনের সুপারিশ করা হচ্ছে।

*নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*র কার্যক্রম

স্মারক নং ৪৬.০৬৩.০২২.০০.০০১.২০১২(অংশ-৩)-০৭, তারিখঃ ০২.০১.২০১৩ খ্রিঃ

১. পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করন। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা উচিতঃ
   ক। পৌরসভার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, সেবা ও অন্যান্য বিষয়ের উপর একটি জরিপ সম্পাদন;
   খ। পৌরসভা অবস্থান বা এলাকার একটি মানচিত্র প্রস্তুত করা যেখানে উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ প্রয়োজন;
   গ। পৌর পরিষদকে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ প্রদান;
   ঘ। পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবকাঠামো সমূহের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ;
   ঙ। অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌরসভা আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান।
২. বৃক্ষরোপণে পৌর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা এবং সব ধরণের নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য রাস্তার ধার এবং অন্যান্য স্থানের যত্ন নেয়া, বনভূমির বিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণ, খোলা জায়গা সংরক্ষণ, পুকুর পুনরুদ্ধার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৩. বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলি চিহ্নিত ও বাস্তবায়নে কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান এবং চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা প্রদান।
৪. অবকাঠামোগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করা এবং একটি ভিত্তি মানচিত্র (বেইজ ম্যাপ) ব্যবহার করে অবকাঠামো উন্নয়নে পৌরসভাকে সহায়তা করা।
৫. ভবন নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণের সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা এবং বিল্ডিং কোড এর ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৬. জেলা পর্যায়ের পৌরসভার ক্ষেত্রে গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী, বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসাবে (যেখানে যা প্রযোজ্য) কো-অপ্ট হতে পারেন।
৭. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি* নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে ঃ

- ✓ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব প্রদান করা;
- ✓ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা এবং তাদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা;
- ✓ প্রত্যেক ওয়ার্ড কমিটি থেকে রূপকল্পসহ একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প /কর্ম-তালিকা সংগ্রহ করা;
- ✓ সমগ্র পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা মূল্যায়ন করা এবং পৌরসভার রূপকল্প প্রণয়নের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা;
- ✓ পৌরসভার জন্য একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প/ কার্যক্রমের তালিকা প্রণয়ন করা;
- ✓ খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার দলিল প্রস্তুত করা;
- ✓ শহর সমন্বয় কমিটিতে (টিএলসিসি) আলোচনার জন্য খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করা এবং আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা; এবং
- ✓ পৌর পরিষদের সভার অনুমোদনের জন্য খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করা।

ওয়ার্ড কমিটিসমূহ

ওয়ার্ড কমিটিসমূহ ওয়ার্ড পর্যায় থেকে চাহিদা সংগ্রহের কাজে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে। পৌরসভা আইন, ২০০৯ এবং ২৬ জুন ২০১২ তারিখে জারিকৃত পৌরসভা (ওয়ার্ড কমিটির গঠন ও কার্য-পরিধি) বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ওয়ার্ড কমিটির গঠন নিম্নোক্ত 'বক্সে' উল্লেখ করা হলোঃ

ওয়ার্ড কমিটির গঠন কাঠামো

বিধিমালা, এস.আর.ও নং ২০৬-আইন/২০১২ ধারা ১৪

নিম্নে উল্লিখিত অনধিক ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করতে হবে এবং উক্ত কমিটিতে ৪০% মহিলা সদস্য থাকবেন।

পদ/পদবি	প্রতিনিধিত্ব
সভাপতি	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর
সহ-সভাপতি	ঐ ওয়ার্ডের (সংরক্ষিত আসন) মহিলা কাউন্সিলর
সদস্য	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৩ জন প্রতিনিধি
সদস্য	নাগরিক সমাজের ২ জন প্রতিনিধি
সদস্য	পেশাজীবী সংগঠনের ২ জন প্রতিনিধি
সদস্য-সচিব	সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ওয়ার্ড কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে ঃ

- ✓ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড পর্যায়ে একটি উন্মুক্ত সভার আয়োজন করে ওয়ার্ডের নাগরিকগণ যে সকল সমস্যা মোকাবেলা করে সেগুলো আলোচনা করবে;
- ✓ ওয়ার্ড পর্যায়ের রূপকল্প বিষয়ে আলোচনা করবে; এবং
- ✓ সমস্যা এবং রূপকল্পের উপর ভিত্তি করে একটি অগ্রাধিকার কার্যতালিকা প্রণয়ন করবে।

শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)

শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'কে পৌরসভার Advisory কমিটি হিসাবে বিবেচনা করা হয় বিধায় শহর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয় আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ পর্যায়ে নাগরিকদের দাবির/চাহিদার প্রকৃত প্রতিফলন ঘটতে পারে।

পৌরসভা আইন, ২০০৯ এ টিএলসিসি'র সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৫০ জন নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৯-০৩-২০১১ তারিখের স্মারক নং- ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১১-২৫৮ এর নির্দেশনা অনুসারে টিএলসিসি'র গঠন কাঠামো নিচের 'বক্সে' উল্লেখ করা হলো ঃ

টিএলসিসি'র গঠন কাঠামো ধারা ১১৫

টিএলসিসি নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ

পদবি	প্রতিনিধিত্ব
সভাপতি	পৌরসভার মেয়র
সদস্য	ওয়ার্ড কাউন্সিলর (১২ জন, মেয়র কর্তৃক নির্ধারিত)
সদস্য	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ৮ জন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড)
সদস্য	পেশাজীবী সংগঠনের ৫ জন প্রতিনিধি (শিক্ষা/সংস্কৃতি/আইনজীবী/ব্যবসায়ী/চিকিৎসক/প্রকৌশলী)
সদস্য	এনজিও'র ৪ জন প্রতিনিধি
সদস্য	নাগরিক সমাজের ১২ জন প্রতিনিধি
সদস্য	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৭ জন প্রতিনিধি
সদস্য-সচিব	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)/সচিব

অন্যান্য শর্তাবলী হচ্ছে ঃ

১) পৌরসভার মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা অনুসারে প্রত্যেক ওয়ার্ড হতে এক থেকে তিন জন করে সদস্য মনোনীত করতে হবে;

২) টিএলসিসি'র মোট সদস্যের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৩) টিএলসিসি'র সদস্য হিসেবে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করার পূর্বে সম্ভাব্য উপযুক্ত নাগরিকদের সাথে তাদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সম্মতি জানার জন্যে যোগাযোগ করতে হবে; এবং

৪) সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনা করে এগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় টিএলসিসি নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে ঃ

- ✓ টিএলসিসি'র সভায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনা করা;
- ✓ পৌরসভার উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা; এবং
- ✓ খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা করা এবং উক্ত খসড়া পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য মতামত ও সুপারিশ করা।

পৌর পরিষদ

পৌরসভার কার্যক্রমের যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার পৌর পরিষদের। পৌর পরিষদের নিয়মিত মাসিক সভা বা বিশেষ সভায় পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে পৌর পরিষদের বিশেষ দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ

- ✓ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে* দায়িত্ব প্রদান করা;
- ✓ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা; এবং
- ✓ খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর আলোচনা অনুষ্ঠান করা ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পূর্বে চূড়ান্ত করা।

মেয়র

যেহেতু মেয়র পৌর পরিষদের নেতৃত্ব প্রদান করেন, সেহেতু *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*র সদস্য হিসেবে এবং পৌর পরিষদ ও টিএলসিসি'র সভাপতি হিসেবে তিনি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সকল ধাপেই যুক্ত থাকবেন। উল্লিখিত ভূমিকা ছাড়াও মেয়র নিম্নোক্ত ভূমিকা পালন করতে পারেনঃ

- ✓ পৌর পরিষদের সভায় মেয়র উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন এবং *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*র নিকট উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব করবেন;
- ✓ যদি *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি* গঠন করা না হয়ে থাকে তবে তা গঠন করার উদ্যোগ নিবেন;
- ✓ প্রধান অতিথি হিসেবে ওয়ার্ড পর্যায়ের উন্মুক্ত সভায় অংশগ্রহণ করবেন, নাগরিকবৃন্দের নিকট উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন এবং নাগরিক দায়িত্ব পালন, যেমন- কর/ফি/রেইট/টোল ইত্যাদি পরিশোধ করার মাধ্যমে পৌরসভার নাগরিক সেবা প্রদানে সহযোগিতা করার বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করবেন; এবং
- ✓ চূড়ান্ত খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

কাউন্সিলরবৃন্দ

কাউন্সিলরবৃন্দ ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং টিএলসিসি ও পৌর পরিষদের সভায় সদস্য হিসাবে মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও কাউন্সিলরবৃন্দের সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব রয়েছে- যা নিম্নরূপ ঃ

- ✓ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতিমূলক সভায় অংশগ্রহণ করা;
- ✓ ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হিসেবে ওয়ার্ড পর্যায়ের চাহিদা সংগ্রহের কাজে নেতৃত্ব প্রদান করা;
- ✓ ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হিসেবে নাম ও স্বাক্ষর সম্বলিত ওয়ার্ড পর্যায়ের অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পের তালিকা *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*র নিকট প্রস্তাব করা,
- ✓ পৌরসভার রূপকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালায় আলোচনার উদ্দেশ্যে টিএলসিসি'র সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করা; এবং
- ✓ খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে পৌর পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করা।

সংস্থাপন এবং অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

সংস্থাপন এবং অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

- ✓ ৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*র সাথে সম্ভাব্য আর্থিক সম্পদের প্রাক্কলন প্রস্তুতির বিষয়ে সহায়তা করা;
- ✓ বার্ষিক বাজেট অনুযায়ী পৌর পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে পৌর পরিষদকে সহযোগিতা প্রদান করা।

কর নিরূপণ এবং আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

কর নিরূপণ এবং আদায় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

- ✓ আগামী ৫ বছরের জন্য আর্থিক সম্পদ বিষয়ে পৌরসভার সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রাক্কলন প্রস্তুতিতে *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে* সহায়তা করা।

পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ

পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*; ওয়ার্ড কমিটি; টিএলসিসি ও পৌর পরিষদকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সকল ধাপে সহযোগিতা করবেন। এ বিষয়ে তাঁদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপঃ

১) প্রস্তুতিমূলক সভা আয়োজন করা ও প্রয়োজনীয় দলিলপত্র, যেমন- কার্যপত্র, সভার কার্যবিবরণী, ইত্যাদি প্রস্তুত করা;

২) ওয়ার্ড পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুত ও উন্মুক্ত সভা আয়োজনে ওয়ার্ড কমিটিসমূহকে সহযোগিতা প্রদান করা ;

৩) পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রাপ্তব্য আর্থিক সম্পদের আনুমানিক হিসাব করা;

৪) পৌরসভার বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনার জন্য *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*র নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনীয় দলিল প্রস্তুত করা;

৫) পৌরসভার রূপকল্প বিবৃতি প্রণয়নের জন্য কর্মশালা আয়োজন, উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ ও সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা;

৬) অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প/কার্যক্রমের তালিকা প্রণয়নের সাথে সাথে আনুমানিক ব্যয় নির্ধারণ করা ও কারিগরি মতামত প্রদান করা;

৭) উন্নয়ন পরিকল্পনা সংকলন করা; এবং

৮) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের অগ্রগতি ও খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনার জন্য টিএলসিসি'র সভা আয়োজন ও কার্যবিবরণী প্রস্তুত করার কাজে *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*কে সহায়তা প্রদান করা।

৪.৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পর্যায়সমূহ

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন উপায় ও কৌশল রয়েছে। এ হ্যান্ডবুকে এমন একটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করার সুপারিশ করা হয়েছে, যা যে কোন পৌরসভা রপ্ত করতে পারবে। তবে, এ জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতিটি ধাপের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

পর্যায় ১ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

মেয়র পরিষদের সভায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*র দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিবেন। তিনি উক্ত কমিটির মাধ্যমে তাঁর পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত মেয়রের উক্ত প্রস্তাব এবং স্থায়ী কমিটিকে পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি পৌর পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত আকারে অনুমোদিত হতে হবে।

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ইতোমধ্যে গঠিত না হয়ে থাকলে পৌর পরিষদের একই সভায় তা গঠন করে নিতে হবে। অপরদিকে, যদি স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী সংক্রান্ত উপ-আইনটি চূড়ান্ত করা না হয়ে থাকে তাহলে উক্ত সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী আলোচনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

এ হ্যান্ডবুকের ৪.২ অনুচ্ছেদে স্থায়ী কমিটির গঠন দেখানো হয়েছে। সে মোতাবেক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করে উক্ত স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন।

পর্যায় ২ঃ প্রস্তুতিমূলক সভা

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি পৌর পরিষদের সভার তারিখ হতে ২(দুই) সপ্তাহের মধ্যে সকল কাউন্সিলর ও পৌরসভার ৩টি বিভাগের প্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি প্রস্তুতিমূলক সভার আয়োজন করবে। উক্ত সভার প্রধান আলোচ্যসূচি হবে নিম্নরূপ ঃ

- ✧ **উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যঃ** উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা এবং ধারণা তৈরি করা, পৌরসভা কেন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এটা পৌরসভার জন্য কী কী সুফল বয়ে আনতে পারে- সে সম্পর্কে আলোচনা করা।

- ✧ **উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতিঃ** উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি এবং পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা করা (এ সম্পর্কে ৪.১ অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করা হয়েছে)। আলাপ-আলোচনার পর এগুলো পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা করা যেতে পারে।

✧ **অংশীজনদের দায়িত্ব/কর্তব্যঃ** অংশীজনদের জন্য সুনির্দিষ্ট কাজ এবং দায়িত্ব বণ্টনের প্রস্তাব করা এবং তা ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করা। এ হ্যান্ডবুকের ৪.২ অনুচ্ছেদে অংশীজনদের দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যা পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে অথবা এর সাথে প্রয়োজনে আলোচনাক্রমে অন্যান্য দায়িত্ব যুক্ত করা যেতে পারে।

✧ **ওয়ার্ড কমিটির সভা এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের উন্মুক্ত সভা আহ্বান করাঃ** ওয়ার্ড পর্যায়ের উন্মুক্ত সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতবিনিময় করা এবং কী ভাবে ওয়ার্ড পর্যায়ে রূপকল্প এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্পের তালিকা তৈরি করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা। ওয়ার্ড পর্যায়ে রূপকল্প তৈরি এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্পের তালিকা প্রণয়নের পদ্ধতি এ হ্যান্ডবুকের ৪.৩.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে, যার সাথে মিলিয়ে সভার তারিখ, সময় ও স্থান ইত্যাদি নির্ধারণ করা এবং তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লিখিত ছক 'ক' ব্যবহার করে ওয়ার্ড সভার পরিকল্পনা ক্যালেন্ডার আকারে তৈরি করা।

ছক 'ক'ঃ ওয়ার্ড সভার পরিকল্পনা ক্যালেন্ডার

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ড কমিটির সভা			ওয়ার্ড উন্মুক্ত সভা			দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর
	সভার তারিখ	সভার সময়	সভার স্থান	সভার তারিখ	সভার সময়	সভার স্থান	
১	*১০/০৪/২০১৮*	*সকাল ৯:০০*	*- - বিদ্যালয়*	*১৭/০৪/২০১৮*	*বিকাল ৩:০০*	*- - বিদ্যালয়*	*জনাব- - - - - - -*
২	...	...	...	...	...	...	...
৩	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

পর্যায় ৩ঃ ওয়ার্ড পর্যায়ের রূপকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প সংগ্রহ

প্রতিটি ওয়ার্ডের *ওয়ার্ড কমিটি* অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প/কার্যক্রমের একটি তালিকা তৈরি করে *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*র নিকট পেশ করবে। উক্ত ওয়ার্ডের নাগরিকবৃন্দ প্রকল্প/কার্যক্রমের চাহিদার তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সে উদ্দেশ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডের *ওয়ার্ড কমিটি* পৌরসভার সচিবের সহায়তায় একটি উন্মুক্ত সভা আহবান করবে। প্রকল্প/কার্যক্রমের তালিকাটি নিম্নলিখিত ৫টি ধাপ অনুসারে প্রস্তুত করা যেতে পারেঃ

১) ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক সমস্যা চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিত সমস্যার আলোকে সমাধানের সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
২) ওয়ার্ডের অধিবাসীদের সাথে উন্মুক্ত সভায় আলোচনা করা;
৩) ওয়ার্ড পর্যায়ে রূপকল্প তৈরি করা;
৪) অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মকাণ্ড নির্বাচন করা; এবং
৫) অগ্রাধিকার ভিত্তিক কার্য তালিকা সংকলন করা।

প্রত্যেকটি ধাপ নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

ধাপ-১ **ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক সমস্যা চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিত সমস্যার আলোকে সমাধানের সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা**

ওয়ার্ড কমিটির সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে যা আলোচনা করবেন ঃ

ক) ওয়ার্ডের অধিবাসীদের সেক্টর ভিত্তিক যে সব সমস্যা/চাহিদা রয়েছে; এবং
খ) সমস্যা মোকাবেলা বা চাহিদা পূরণের জন্য কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

করণীয় কার্যক্রম শুধুমাত্র স্বল্প-মেয়াদী (১-২ বছর) প্রেক্ষাপটে না হয়ে তা মধ্য-মেয়াদী (৫ বছর) প্রেক্ষাপটেও বিবেচিত হতে পারে। পৌরসভার কর্মকর্তাগণ (সচিব, প্রকৌশলী এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রমুখ) অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব ভিত্তিক করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। প্রতিটি পৌরসভা আলোচনার জন্য সেক্টর নির্ধারণ করতে পারবে এবং উক্ত সভার আলোচনার ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নোক্ত ছক- খ এর (ক), (খ) ও (গ) কলামে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাম দিকের কলামে দেয়া সেবার খাত উদাহরণ হিসেবে দেয়া হয়েছে; *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি* বা প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আলোচনার জন্য সেক্টর নির্ধারণ করতে পারবে।

ছক- খঃ সমস্যা/ দাবিসমূহের তালিকা ও সম্ভাব্য কার্যক্রম

ওয়ার্ড নংঃ - পৌরসভার নামঃ -

সেবার খাত	(ক) সমস্যাসমূহ	(খ) সম্ভাব্য করণীয় কাজ	(গ) স্বল্প/মধ্য-মেয়াদী	(ঘ) অগ্রাধিকার ক্রম
স্বাস্থ্য	*ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে*	*মশক নিধন অভিযান পরিচালনা করা*	*স্বল্প-মেয়াদী*	- - - - - -
		বাসা, অফিস ও বিদ্যালয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রচারাভিযান পরিচালনা করা	*স্বল্প-মেয়াদী*	- - - - - -
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	*উন্মুক্ত স্থানে আবর্জনা মজুদ করায় পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ায়*	*একটি স্যানিটারি ল্যান্ড-ফিল সাইট স্থাপন করা*	*মধ্য-মেয়াদী*	- - - - - -
পানি সরবরাহ	*অগভীর নলকূপ থেকে সংগৃহীত পানি আর্সেনিক দ্বারা দূষিত*	*আর্সেনিক দূরীভূত করার পদ্ধতি প্রয়োগ করা*	*মধ্য-মেয়াদী*	- - - - - -
		আর্সেনিকমুক্ত অধিক সংখ্যক গভীর নলকূপ স্থাপন করা	*স্বল্প-মেয়াদী*	- - - - - -
সড়ক (সড়ক, সেতু ও সড়ক বাতি)	*বাজারে আসার প্রধান সড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণে সমস্যা*	*সড়কটি সংস্কার করা*	*স্বল্প-মেয়াদী*	- - - - - -
নর্দমা ও কালভার্ট	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
হাট বাজার ও কসাইখানা	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
খাদ্য ও পানীয়	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
পরিবেশ	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
শিক্ষা	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
অন্যান্য (জন নিরাপত্তা, সমাজ কল্যাণ, ইত্যাদি)	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -

ধাপ- ২ **উন্মুক্ত সভায় ওয়ার্ডের অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা**

ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি বিভিন্ন শ্রেণির জনসাধারণের সমন্বয়ে একটি উন্মুক্ত সভা আহ্বান করবেন, যেখানে প্রত্যেকে তার শ্রেণির/কমিউনিটির সমস্যাগুলো সম্পর্কে ভালো জানেন। সভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের সংখ্যা ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। তবে, সভা থেকে চাহিদা সংগ্রহের দক্ষতা এবং কার্যকারিতার বিবেচনায় কাম্য আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা ৫০ জন হতে পারে। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে তবে নির্ধারিত ওয়ার্ডের নারী, দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিতদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

কমিটির কোন একজন সদস্য সমস্যা/চাহিদার খসড়া তালিকাটি এবং কলাম (খ) তে বর্ণিত সম্ভাব্য করণীয় কাজের বিবরণ সেই সাথে খালি অগ্রাধিকার কলাম [কলাম (ঘ)] সভায় উপস্থাপন করবেন। তালিকায় উল্লিখিত সমস্যা সঠিক হয়েছে কিনা এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবেন এবং ওয়ার্ড কমিটিকে পরামর্শ দিবেন। সময় বাঁচানোর জন্য একেকটি গ্রুপ একেকটি সেক্টরের উপর কাজ করতে পারে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে সমস্যা/চাহিদা সংগ্রহ করতে হবে। বিশেষতঃ নারী-শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ/প্রস্তাবনা বিবেচনা করে ওয়ার্ড কমিটি তালিকাটির পরিবর্তন করতে পারবে।

ধাপ- ৩ ওয়ার্ড পর্যায়ের রূপকল্প

রূপকল্প হল কোন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা এলাকার কাঙ্খিত ভবিষ্যত উন্নয়নের রূপরেখা। নিজ ওয়ার্ডের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের রূপরেখা প্রস্তুতের লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর উন্মুক্ত সভায় খোঁজার মাধ্যমে উন্নয়নের রূপরেখা নির্ধারণ করবেনঃ

১। কোন্ কোন্ সেক্টরে/ক্ষেত্রে তারা আগামী পাঁচ বছর মেয়াদকালের মধ্যে দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখতে চান?

২। পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা এবং কারিগরি দক্ষতা বিবেচনা করে তারা তাদের নিজ ওয়ার্ডে চিহ্নিত সেক্টরে/ক্ষেত্রগুলোতে আগামী পাঁচ বছরে কী পরিবর্তন দেখতে চান?

ওয়ার্ড কমিটির চেয়ারপার্সন/কো-চেয়ারপার্সন প্রাপ্ত উত্তরগুলো সংগ্রহ করবেন এবং সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করবেন। এ ধরণের বিবৃতির কিছু উদাহরণ নিচের 'বক্সে' উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

ওয়ার্ড পর্যায়ে রূপকল্পের উদাহরণ

- **২-নং ওয়ার্ডের সকল বাসিন্দা আর্সেনিক মুক্ত পানযোগ্য পানি পাওয়ার সুযোগ পাবে।**
- **৫-নং ওয়ার্ড সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বর্জ্য মুক্ত নর্দমাসহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সক্ষমতা সম্পন্ন ওয়ার্ডে উন্নীত হবে।**
- **৮-নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাগণ মাত্র ১ ঘন্টার মধ্যে স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে পৌছাতে সক্ষম হবে।**

ধাপ- ৪ কার্যক্রমের অগ্রাধিকার

প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপে নির্ধারিত কোন্ কোন্ কার্যক্রম আগামী পাঁচ বছরে বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার পাবে সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণ আলোচনা করবেন এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে তা নির্ধারণ করবেন ঃ

ক) এ কার্যক্রমটি দীর্ঘ মেয়াদে ওয়ার্ডের উন্নয়ন বয়ে আনবে কি না;
খ) এ কার্যক্রমটি শুধুমাত্র অল্প কিছু মানুষ বা ছোট কোন গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং পুরো ওয়ার্ডের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য সুফল বয়ে আনবে কিনা;
গ) এ কাজ আর্থিক বা কারিগরি দিক বিবেচনায় বাস্তবায়নের যোগ্য হবে কি না;
ঘ) এ কাজ পরিবেশের বা সমাজের নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠী, যেমন- নারী-শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা;
ঙ) এ কাজ নারী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে কি না (উদাহরণ- সড়ক নির্মাণের কাজে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বস্তিতে সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ইত্যাদি); এবং
চ) পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে কি না; ।

পূর্বের ছক- 'খ' এর ঘ কলামে অগ্রাধিকার এর বিন্যাস প্রদর্শন করা যেতে পারে।

ধাপ- ৫ অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প/কার্যক্রমের তালিকার সংকলন

পূর্ববর্তী ধাপের আলোচনার ফলাফলের ভিত্তিতে ছক- 'খ' তে যে সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার আলোকে প্রত্যেক ওয়ার্ড কমিটি নিম্নোক্ত ছক- 'গ' তে দশটি অগ্রাধিকার কার্যক্রম/পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করবে। প্রকল্প/কার্যক্রম ভিত্তিক আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব, সম্ভাব্য সুবিধাভোগীর আনুমানিক সংখ্যা এবং প্রাপ্য সুবিধার বিস্তারিত বিবরণ উক্ত ছকে বর্ণনা করতে হবে। *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি* কর্তৃক একটি অগ্রাধিকার প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের উপর একটি সংবেদনশীল ও বাস্তবসম্মত সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেয় এবং প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটি এ সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে তাঁদের অগ্রাধিকার প্রকল্পের তালিকা তৈরি করে। এর মানে এই নয় যে,

পৌরসভা আগামী ৫ বছরের মধ্যে এই তালিকার সকল কার্য সম্পাদন করবে। এগুলো পৌরসভার জন্য শুধুই প্রস্তাবিত প্রকল্প যা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করার সময় বিবেচনা করবে। ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকাটি *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*তে জমা দিতে হবে।

ছক- গ ঃ ওয়ার্ড পর্যায়ের প্রকল্প/কার্যক্রমের অগ্রাধিকার তালিকা

ওয়ার্ড নংঃ - পৌরসভার নামঃ -

অগ্রাধিকার ক্রম	চিহ্নিত সমস্যাসমূহ	প্রকল্প/কার্যক্রমের বিবরণ	খসড়া ব্যয় প্রাক্কলন (টাকা)	সম্ভাব্য সুবিধাভোগীর সংখ্যা	প্রত্যাশিত সুফল
১	বাজারে আসার প্রধান সড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণে সমস্যা	১.৫ কিলোমিটার সড়কটির .... কমিউনিটি সেন্টার থেকে সদর পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি মেরামত	২৮ লক্ষ	....ওয়ার্ডের সকল অধিবাসী (১৬০০ জন)	• স্বল্প খরচে চাষীরা আরও বেশি ফসল পরিবহনে সক্ষম হবে এবং তাদের আয় বাড়বে • রোগীদের সদর হাসপাতালে আসা-যাওয়ার দুর্দশা লাঘব হবে
২	জলাবদ্ধতার সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠেছে কারণ ..... নদীর সংগে যুক্ত ..... খালটি পলি ভরাট হয়ে গেছে। ফলে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, মশার প্রাদুর্ভাব ও মশাবাহিত সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে।	৮০০ মিটার দীর্ঘ ....খাল ১.২৫ মিটার গভীর করে খনন যন্ত্র দ্বারা খনন	২ লক্ষ	....ওয়ার্ডের ৮০০ অধিবাসী এবং .... ওয়ার্ডের ২০০ অধিবাসী	• বর্ষা মৌসুমে খাল সংলগ্ন সড়কগুলোর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে • মশাবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস পাবে • বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড থেকে ... পর্যন্ত জলপথে পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে
৩	অগভীর নলকূপ থেকে আর্সেনিক-দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে আর্সেনিক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়	গভীর নলকূপ বিহীন এলাকায় ১০টি গভীর নলকূপ স্থাপন	৮ লক্ষ	পৌরসভার সীমান্তবর্তী ৬০০ অধিবাসী	• শহরবাসীর জন্য নিরাপদ পানীয় জল সহজলভ্য হবে • আর্সেনিক জনিত রোগের প্রকোপ কমবে
৪	যুব সমাজের মধ্যে মাদকাসক্তের সংখ্যা এবং তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের পরিমাণ বাড়ছে	পুলিশ/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি	৩ লক্ষ	পৌরসভার সকল অধিবাসী	• জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকাসক্তদের পরিমাণ বৃদ্ধি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে • পৌরসভার সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হবে
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির নাম ও স্বাক্ষরঃ - - - - - - - - - - - - - - - তারিখঃ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

পর্যায় ৪ঃ পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার মূল্যায়ন

বিদ্যমান অবস্থা মূল্যায়ন করা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে যারা যুক্ত থাকেন তাদেরকে সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকার উন্নয়ন চাহিদা এবং উক্ত চাহিদা পূরণ করার জন্য বর্তমানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা উপলব্ধি করতে উক্ত মূল্যায়ন সাহায্য করে। বিদ্যমান অবস্থা মূল্যায়নের মাধ্যমে কোন্ কোন্ বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন এবং প্রাপ্তব্য আর্থিক সম্পদের মাধ্যমে কী ভাবে তা মোকাবেলা করা সম্ভব, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়, যার সার-সংক্ষেপ উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক দলিলের শেষ দিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিদ্যমান অবস্থা মূল্যায়নের ধাপসমূহ

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি; পৌরসভার সচিব; প্রকৌশলী এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সহযোগিতায় ছক- 'ঘ' ব্যবহার করে নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণে বিদ্যমান অবস্থা মূল্যায়নের কাজ সম্পাদন করবেন মর্মে এ হ্যান্ডবুকে সুপারিশ করা হয়েছে।

ধাপ- ১ **বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৌরসভা যে সকল সমস্যা মোকাবেলা করে তা চিহ্নিত করা**

প্রত্যেক ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প/কার্যক্রমের অগ্রাধিকার তালিকা পর্যালোচনা করা হবে এবং পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দের নিকট থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা সম্পর্কে শুনতে হবে। এরপর খাতওয়ারি সমস্যাসমূহের সার-সংক্ষেপ তৈরি করতে হবে। সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট সমস্যা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনে পরিমাণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে।

ধাপ- ২ **উল্লিখিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য পৌরসভা, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ইত্যাদি কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক, চলমান অথবা পরিকল্পনাধীন কার্যক্রম চিহ্নিত করা**

উপরের ধাপ-১ এ চিহ্নিত সমস্যা সমাধানকল্পে পৌরসভা, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও, উপজেলা পরিষদ, ইত্যাদি কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পনাধীন কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

ধাপ- ৩ **৫ বছর সময়কালে পরিস্থিতির পূর্বাভাস**

ধাপ- ১ এ চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানে যদি পৌরসভা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে ৫ বছর পরে সেখানকার অবস্থা কী হবে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া বা অনুমান করা।

ধাপ- ৪ **সুযোগ সনাক্তকরণ**

ধাপ- ১ এ চিহ্নিত সমস্যা মোকাবেলায় পৌরসভা যে সকল সুযোগ কাজে লাগাতে পারে তা বর্ণনা করা। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সাথে সুসম্পর্ক, এলাকায় কর্মরত বৃহৎ এনজিও, সরকারি অনুদান (যার জন্য সকল পৌরসভা আবেদন করতে পারে), শিক্ষিত যুব সমাজ ইত্যাদির কথা বলা যায়। সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পথ-পন্থা, সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে। এ সকল সুযোগ ও সম্ভাবনা খুঁজে বের করা পৌরসভার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পৌরসভার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু সম্পদ, সুযোগ ও সম্ভাবনা হলো ঃ

ক) মানব সম্পদ (পৌরসভার জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারি, যুব সমাজ, ব্যবসায়ী ইত্যাদি);
খ) আর্থিক সম্পদ;
গ) ভৌত সম্পদ;
ঘ) প্রাকৃতিক সম্পদ;
ঙ) সহযোগী প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের কার্যক্রম;
চ) নাগরিকবৃন্দ ও অন্যান্য সংগঠনের সাথে সম্পর্ক; এবং
ছ) নীতিমালা, বিধিমালা, প্রবিধান, ইত্যাদি।

ছক- ঘঃ বিদ্যমান অবস্থা মূল্যায়ন সারণী

সেবার খাত	সমস্যার বিবরণ		সাম্প্রতিক, চলমান বা পরিকল্পনাধীন কার্যক্রম	৫ বছর পরের অবস্থার পূর্বাভাস	সম্ভাবনা/ সুযোগ
	সমস্যা	অবস্থান ও গুণগত/পরিমাণগত তথ্য			
স্বাস্থ্য	*অধিবাসীদের পাবলিক টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ সীমিত*	• *ওয়ার্ড ৭, ৮, ৯* • *ওয়ার্ডের ৩০% মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুযোগ নেই* • *মহিলাদের জন্য পাবলিক টয়লেটের পৃথক ব্যবস্থা নেই*	• *- - এনজিও - - বিপণী বিতানে এবং - - বাস টার্মিনালে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করেছে।* • *পৌরসভায় নিয়মিত পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে*	• *নগর অঞ্চলে ১০০% এবং শহরতলী এলাকায় ৭০% মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত পাবলিক টয়লেটের আওতাভুক্ত হবে।*	• *পৌরসভা যদি কিছু পরিমাণ খরচ বহন করে তাহলে - এনজিও আরও অধিক পরিমাণ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন করতে পারে।* • *কিছু কোম্পানি এধরনের অভিযানে আগ্রহী* • *এসডিজি'র নির্দেশনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ*
	….	….	….	….	….
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	*আবর্জনার কারণে নর্দমা বন্ধ হয়ে যায়*	• *ওয়ার্ড ১, ২, ৫, ৬*	*পৌরসভা সদর এলাকার রাস্তা ঝাড়ু দেয়া ও নর্দমা পরিষ্কার করার জন্য পরিচ্ছন্নতা কর্মী ভাড়া করেছে।*	*সদর অঞ্চলের বাইরের নর্দমা আবদ্ধ থাকতে পারে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সমস্যার অবনতি ঘটতে পারে।*	*স্থানীয় কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন/এনজিও নর্দমা পরিষ্কার কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী।*
পানি সরবরাহ	*নলকূপের পানি আর্সেনিক দ্বারা দূষিত*	• *সমগ্র পৌর এলাকায়* • *৭০ % এর অধিক মানুষ পানের জন্য আর্সেনিক দূষিত পানি ব্যবহার করে।*	• *১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডে - - এনজিও আর্সেনিক দূরিভূতকরণ সুবিধা স্থাপন করেছে।* • *ডিপিএইচই ২, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।*	*প্রায় ৩০% মানুষ আর্সেনিক মুক্ত পানি ব্যবহার করতে পারবে।*	*অধিবাসীদের অনেকেই আর্সেনিক দূরীকরণ সুবিধা স্থাপনের কিছু পরিমাণ খরচ বহন করতে আগ্রহী।*
সড়ক, সেতু ও সড়ক বাতি	…..	…..	…..	…..	…..
নর্দমা ও কালভার্ট	…..	…..	…..	…..	…..
সাধারণের বাজার ও কসাইখানা	…..	…..	…..	…..	…..
পরিবেশ	…..	…..	…..	…..	…..
শিক্ষা	…..	…..	…..	…..	…..
অন্যান্য (জন নিরাপত্তা, সমাজ কল্যাণ, ইত্যাদি)	…..	…..	…..	…..	…..
পৌরসভা প্রশাসন	*পৌরসভার হোল্ডিং কর আদায়ের সামর্থ্য সীমিত*	• *বিগত বছরে হোল্ডিং কর আদায়ের হার ছিল ৬০%।* • *১০% হোল্ডিংয়ের মালিক হোল্ডিং করের বিল পায়না, কারণ গত ৭ বছরে এসব হোল্ডিংয়ের কর মূল্যায়নই হয়নি।*	*এলজিইডি কর বিল প্রণয়নের সফ্‌টওয়্যার সরবরাহ ও পৌরসভাসমূহকে এ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে*	*হোল্ডিং কর আদায়ের হার নিম্নমুখীই থেকে যাবে এবং উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অর্থের প্রাপ্যতা বাড়বে না।*	• *পৌরসভার হিসাবরক্ষক শীঘ্রই এলজিইডি'র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন;* • *পৌরসভাতে কিছু কম্পিউটার রয়েছে যা হিসাবরক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য।*

পর্যায় ৫ঃ সম্ভাব্য আর্থিক সম্পদের প্রাক্কলন

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি'কে পৌরসভার সচিব/হিসাবরক্ষক/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সহযোগিতায় পাঁচ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্ভাব্য আর্থিক সম্পদের পরিমাণ হিসাব করতে হবে। এ কাজের জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছক-'ঙ' ব্যবহার করা যেতে পারে।

রাজস্ব আয় প্রাক্কলনের ধাপসমূহ

ধাপ- ১ **পূর্ববর্তী তিন বছরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা**

পৌরসভার সচিব/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাবরক্ষক "ফরম ঙ" এর 'ক' কলামে 'বিগত তিন বছরের রাজস্ব আয়' এবং 'ঘ' কলামে 'বিগত তিন বছরের প্রকৃত রাজস্ব ব্যয়' লিখে পূরণ করবেন।

ধাপ- ২ **রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও উদ্যোগ গ্রহণ**

রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি'কে* সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটির (যেমন; *সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি* এবং কর আরোপ ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি) সাথে আলোচনা করে পৌরসভার অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস হতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্যে বিষয়ভিত্তিক পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে হবে। পৌরসভার প্রধান কার্যনির্বাহী হিসেবে মেয়রের উপস্থিতি এক্ষেত্রে জরুরী। উদাহরণস্বরূপ, বিষয়ভিত্তিক এই পদক্ষেপগুলো হলো; কর, রেইট ও ফি ইত্যাদি। চিহ্নিত পদক্ষেপগুলো 'খ' কলামে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাল অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে।

ধাপ- ৩ **রাজস্ব আয় প্রদর্শন**

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটিসমূহের সহযোগিতায় বিগত তিন বছরের প্রকৃত রাজস্ব আয় ও উন্নয়ন আয় এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পিত কার্যক্রম ও উদ্যোগসমূহ বিবেচনা করে আগামী পাঁচ বছরের আয়ের সম্ভাব্য হিসাব প্রক্ষেপণের মাধ্যমে নিচের সারণীর 'গ' কলাম পূরণ করবে। প্রক্ষেপণের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত সম্ভাব্য আয়ের হিসাব তৈরি করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রক্ষেপিত হিসাবের মধ্যে আদায়ের সম্ভাবনা কম এমন উৎস হতে আয় বা মাত্রাতিরিক্ত করের প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্ত করা সঠিক হবে না।

ধাপ- ৪ **রাজস্ব ব্যয় প্রদর্শন**

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি'কে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটিসমূহের সহযোগিতায় বিগত তিন বছরের রাজস্ব ব্যয় প্রবণতা এবং ভবিষ্যতে ব্যয় বৃদ্ধির/হ্রাসের সম্ভাবনা বিবেচনা করে আগামী ৫ বছরের রাজস্ব ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব প্রক্ষেপণের মাধ্যমে ফরম 'ঙ' এর 'ঙ' কলামে- [টেবিলের নীচের অংশে] পূরণ করতে হবে।

মোট উন্নয়ন আয় বলতে [সারি-৬] উন্নয়ন সহায়তার মঞ্জুরি হিসাব [সারি-৫ (১)], রাজস্ব উদ্বৃত্ত [সারি-৫ (২)], অনুদান [সারি-৫ (৩)] ও অন্যান্য (যদি থাকে) উন্নয়ন আয় [সারি-৫ (৪)] এর যোগফলকে বুঝায়। এটা মনে রাখতে হবে যে, উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য উন্নয়ন মঞ্জুরির পরিমাণ সাধারণত সীমিত, যদিও কোন কোন সরকারী সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন কার্যক্রম বা অন্যান্য কার্যক্রম যেমন- সেবা কার্যক্রম বা প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য, ব্যয় করা যেতে পারে।

ছক- ৬ঃ সম্ভাব্য আর্থিক সম্পদের হিসাবের সারণি

রাজস্ব উৎস	(ক) বিগত ৩ অর্থবছরের রাজস্ব আয়			(খ) রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পিত কার্যক্রম ও উদ্যোগসমূহ						(গ) সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আয়ের প্রক্ষেপণ				
				পরিকল্পিত কার্যক্রম ও উদ্যোগসমূহ	বাস্তবায়নের সাল									
	২০..	২০..	২০..		সাল ১	সাল ২	সাল ৩	সাল ৪	সাল ৫	অর্থ বছর-১ ২০..	অর্থ বছর-২ ২০..	অর্থ বছর-৩ ২০..	অর্থ বছর-৪ ২০..	অর্থ বছর-৫ ২০..
আয়ের খাত														
১। ট্যাক্সেসঃ														
হোল্ডিং ও ভূমির উপর কর				অন্তর্বর্তী হোল্ডিং কর নিরূপণ হোল্ডিং কর পুনর্নির্ধারণ অধিক সংখ্যক আদায়কারী নিয়োগ	✓	✓	✓ ✓	✓	✓					
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর														
ইমারত নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ				বিগত বছর নির্মিত/সংস্কারকৃত ইমারতের তালিকা পর্যালোচনা		✓								
পেশা, ব্যবসা ও কলিংস্				ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের তালিকা হালনাগাদকরণ আদর্শ কর তফসীল-২০১৪ এর আলোকে কর পর্যালোচনা	✓	✓								
জন্ম, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ														
বিজ্ঞাপন														
পোষ্য প্রাণী														
সিনেমা, থিয়েটার, অডিও ভিজুয়াল														
যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত)							✓							
অন্যান্য														
২. রেইটসমূহ														
লাইটিং				নাগরিক সেবা সম্প্রসারণ					✓					
কনজারভেন্সি				নাগরিক সেবা সম্প্রসারণ				✓						
পানি														
জনসেবামূলক পূর্তকাজ														
৩. ফিস														
লাইসেন্স				আদায়ের উদ্যোগ ত্বরান্বিতকরণ		✓								
পশু জবাই				ফি পর্যালোচনা				✓						
পৌর মার্কেট				নতুন পৌর মার্কেট নির্মাণ										
মেলা, কৃষি প্রদর্শনী														
অন্যান্য				আদর্শ কর তফসীল- ২০১৪ এর আলোকে আয়ের নতুন উৎস প্রবর্তন										

৪. অন্যান্য														
হাট-বাজার ইজারা														
বাস স্ট্যান্ড ইজারা														
ফেরীঘাট ইজারা														
কবর স্থান,শ্মশান ঘাট														
রোড রোলার/মিকচার মেশিন ভাড়া														
অন্য সংস্থা কর্তৃক রাস্তা কর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ														
বিভিন্ন সার্টিফিকেট														
বিভিন্ন ছক														
দরপত্র শিডিউল														
জরিমানা														
উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারি অনুদান														
মোট রাজস্ব আয়														
৫. উন্নয়ন হিসাব														
১. সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরি														
২. রাজস্ব উদ্বৃত্ত (মোট রাজস্ব আয়- মোট রাজস্ব ব্যয়)														
৩. অনুদান														
৪. অন্যান্য				বাংলাদেশ পৌরসভা উন্নয়ন তহবিলের (BMDF) জন্য আবেদন		✓								
মোট উন্নয়ন আয় (= মোট প্রাপ্তব্য অর্থের পরিমাণ)														

*রাজস্ব উদ্বৃত্ত = (মোট রাজস্ব আয়) - (মোট রাজস্ব ব্যয়) - (পরবর্তী মাসের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন)

	(ঘ) বিগত ৩ অর্থবছরের রাজস্ব ব্যয়								(ঙ) সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ব্যয়ের প্রক্ষেপণ				
	২০...	২০..	২০..						অর্থ বছর- ১ ২০..	অর্থ বছর- ২ ২০..	অর্থ বছর- ৩ ২০..	অর্থ বছর- ৪ ২০..	অর্থ বছর- ৫ ২০..
মোট রাজস্ব ব্যয়													

পর্যায় ৬ঃ পৌরসভার রূপকল্প প্রণয়ন

পরবর্তী ৫ বছরের জন্য পৌরসভার রূপকল্প প্রণয়নের উদ্দেশ্যে *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি* পৌরসভার মেয়রকে সভাপতি করে একটি কর্মশালা আয়োজন করবে। সকল কাউন্সিলর, বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার প্রধানগণ এবং টিএলসিসি'র সদস্যবৃন্দকে কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানাতে হবে। রূপকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে পৌরসভা প্রশাসনের সাথে জনগণের সুদৃঢ় সম্পৃক্তি একান্ত প্রয়োজন। খসড়া ***রূপকল্প বিবৃতি*** প্রণয়নের সময় পৌরসভা প্রশাসনের সাথে নাগরিকদের সম্পৃক্তির বাস্তব প্রতিফলন থাকতে হবে। নিম্নলিখিত উপায়ে রূপকল্প বিবৃতি প্রস্তুত করা যেতে পারেঃ

ধাপ- ১ বিদ্যমান অবস্থা মূল্যায়নের ফলাফল ও ওয়ার্ড পর্যায়ের রূপকল্প বিনিময়

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি'র পক্ষে একজন সদস্য বিদ্যমান অবস্থা মূল্যায়নের ফলাফল (ছক- ঘ) ব্যাখ্যা করবেন। এরপর প্রত্যেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর স্ব-স্ব ওয়ার্ডের রূপকল্প বিবৃতি উপস্থাপন করবেন।

ধাপ- ২ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা পর্যালোচনা

যদি কোন পৌরসভার মহাপরিকল্পনা থেকে থাকে, তাহলে সে মহাপরিকল্পনায় উল্লিখিত পৌরসভার রূপকল্প বিবৃতি সকলকে জানাতে হবে।

ধাপ- ৩ পৌরসভার রূপকল্প বিবৃতি প্রণয়ন

অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার মূল্যায়ন (ফরম 'ঘ') প্রতিবেদন, সম্ভাব্য আর্থিক সম্পদের প্রাক্কলনের ফলাফল (ফরম 'ঙ') এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রণীত রূপকল্প বিবৃতি বিবেচনায় রেখে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা করবেন ঃ

- পৌর এলাকার জনগণ তাদের শহরকে কী ভাবে দেখতে চান?
- পৌর এলাকার জনগণ আগামী পাঁচ বছরে পৌরসভায় কী ধরনের পরিবর্তন দেখতে চান?
- পৌর এলাকার জনগণ এবং পৌরসভার জন্য আগামী পাঁচ বছরে কোন্ কোন্ বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে?
- পৌর-প্রশাসন (পৌর পরিষদ, পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ) আগামী পাঁচ বছরে নিজেদের কোন্ পর্যায়ে দেখতে চান?

উপরোল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে প্রত্যেক গ্রুপ একটি করে রূপকল্প বিবৃতি প্রস্তুত করবে, যেখানে আগামী পাঁচ বছরে তারা পৌরসভাকে কী ভাবে দেখতে চায় তার বর্ণনা থাকবে। *রূপকল্প* সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট এবং বাস্তবায়নযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিচের 'বক্সে' SPGP প্রকল্পভূক্ত ৫টি পৌরসভার জন্য প্রণীত রূপকল্পসমূহ নমুনা হিসাবে উপস্থাপন করা হলো।

পৌরসভার রূপকল্প বিবৃতির নমুনা

(এসপিজিপি প্রকল্পভুক্ত পাঁচটি পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত রূপকল্প)

বাকেরগঞ্জ পৌরসভাঃ

বাকেরগঞ্জ পৌরসভাকে আমরা আগামী পাঁচ বছরে মাদকমুক্ত, নদীভাঙ্গনমুক্ত, শিশু শিক্ষা ও বিনোদনের সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরন, নাগরিক চাহিদা অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৌলিক অবকাঠামো সমূহের টেকসই উন্নয়ন ও অন্যান্য সেবা প্রদানের সক্ষমতা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য পৌরসভা হিসাবে দেখতে চাই।

কানাইঘাট পৌরসভাঃ

২০২১ সালের মধ্যে কানাইঘাট পৌরসভায় একটি টেকসই ও বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি হবে যেখানে সুশাসনের সাথে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্যে স্বাস্থ্যকর এবং আরামদায়ক জীবনযাত্রার সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকবে।

ছেংগারচর পৌরসভাঃ

আগামী ০৫ বছরের মধ্যে ছেংগারচর পৌরসভা আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে অধিকাংশ টেকসই পৌরসেবা প্রদানে সক্ষম পৌরসভা হিসাবে গড়ে উঠবে।

শৈলকুপা পৌরসভাঃ
আমরা আগামী ৫ বছরের মধ্যে আবর্জনামুক্ত পরিচ্ছন্ন শহর, সড়কবাতি স্থাপন ও সুপেয় পানি সরবরাহসহ মান-সম্মত দাপ্তরিক সেবা প্রদান, পরিবেশ বান্ধব টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন, চিত্ত বিনোদনের সুব্যবস্থা, সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে মাদকমুক্ত এবং জনগণসম্পৃক্ত স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক প্রশাসন হিসাবে শৈলকুপা পৌরসভাকে গড়ে তুলতে চাই।

আটঘরিয়া পৌরসভাঃ
২০২১ সালের মধ্যে আটঘরিয়া পৌরসভা আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ পূর্বক পানি সরবরাহ, রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানি নিষ্কাশন, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিবেশ দূষণ হ্রাসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরিসহ অধিকাংশ মৌলিক পরিসেবা প্রদানে সক্ষম পৌরসভা হিসাবে গড়ে উঠবে।

প্রতিটি গ্রুপ তাদের তৈরি খসড়া রূপকল্প বিবৃতি উপস্থাপন করবে। অংশগ্রহণকারীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করবেন ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য রূপকল্প বিবৃতি বাছাই করবেন অথবা প্রস্তাবিত বিবৃতিগুলো একত্রিত করে একটি একক রূপকল্প বিবৃতি প্রণয়ন করবেন।

ধাপ- ৪ **প্রধান খাতসমূহ চিহ্নিতকরণ**

অংশগ্রহণকারীগণ রূপকল্প বিবৃতিটি আলোচনা করবেন এবং রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে সকল খাত গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলোর প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন সেগুলো বাছাই করবেন।

পর্যায় ৭ঃ পৌরসভার প্রকল্প/কার্যক্রমের একটি খসড়া অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি পৌরসভার প্রকল্প/কার্যক্রমের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করবে। নিম্নে ধাপসমূহ বর্ণনা করা হলো ঃ

ধাপ- ১ **নির্বাচিত অগ্রাধিকার প্রকল্প/কার্যক্রমের ওয়ার্ড ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতি**

ছক "চ" ব্যবহার করে (যা এই সেকশনের শেষে উল্লেখ করা আছে) সেক্টর অনুযায়ী সকল ওয়ার্ডের জন্য একটি অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করতে হবে। রূপকল্প বিবৃতি প্রস্তুতের সময় প্রধান খাতটিকে শুরুতে রেখে অনুক্রমিকভাবে বাকি খাতগুলোকে সাজাতে হবে। ছক "চ" ব্যবহার করে সুবিধাভোগী, প্রকল্প/কার্যক্রমের বিবরণ, আনুমানিক ব্যয়ের বিবরণ, প্রত্যাশিত তহবিলের উৎস ও সম্ভাব্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম এবং প্রকল্পের গুরুত্বের ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হলো পৌরসভা। তবে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি সংস্থা বা স্থানীয় এনজিও বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে পাওে, যদি প্রকল্পটি তাদের সংশ্লিষ্ট হয়। অর্থের উৎস এবং বাস্তবায়নকাল এর কলাম খালি রাখতে হবে কারণ এই বিষয়ে পরবর্তী ধাপগুলিতে বর্ণনা করা হবে।

ধাপ- ২ **ছোট ছোট প্রকল্পসমূহকে একীভূতকরন**

ব্যয়ের পরিমাণ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বিবেচনায় উপযুক্ত বলে মনে হলে তালিকাভুক্ত একাধিক প্রকল্প/কার্যক্রমকে একটি একক প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তিনটি ওয়ার্ড এমন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা উন্নয়নের প্রস্তাব দেয় যেগুলো আসলে একটি রাস্তারই অংশবিশেষ, যদি তিনটি ওয়ার্ডের অংশ একীভূত করলে পৌরবাসীর জন্য বৃহত্তর উপকার নিয়ে আসে ও ব্যয়সাশ্রয়ী হয় এবং বাস্তবায়ন সহজতর হয়, তাহলে উক্ত তিনটি পৃথক প্রকল্প একত্রিত করে একটি একক প্রকল্প হিসাবে তালিকাভুক্ত করা উত্তম হবে। আরেকটি উদাহরণ হল, যদি কয়েকটি ওয়ার্ড সড়ক বাতি অথবা স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের প্রস্তাব দেয় তবে, সেগুলোকে একটি একক প্রকল্প হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে বা সাশ্রয়ীভাবে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়াতে পৌরসভা পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ধাপ- ৩ **প্রকল্পসমূহের তালিকাভুক্তি**

পরিস্থিতি মূল্যায়নের ফলাফল এবং পৌরসভা রূপকল্প এর খসড়াটি দেখুন। মূল্যায়ন ফলাফল এবং পৌরসভা রূপকল্প-এর আলোকে অন্য কোনো প্রকল্প/কার্যক্রম তালিকাভুক্ত করা উচিত কিনা তা নিয়ে আলোচনা করুন।

স্থায়ী কমিটি যে ধরণের প্রকল্প/কার্যক্রম প্রস্তাব করতে পারে তা নিম্নরূপঃ

(ক) রূপকল্প বাস্তবায়ন বা পৌরবাসী মুখোমুখি হন এমন গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্য প্রকল্প/কার্যক্রম;

(খ) এমন প্রকল্প/কার্যক্রম যা কোন বিশেষ ওয়ার্ডের পরিবর্তে সমগ্র পৌরবাসীর উপকার করবে বা সমগ্র পৌরবাসীর উপর বড় প্রভাব ফেলবে। জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন ক্ষেত্রের প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে;

(গ) মূল্যায়ন ফলাফল এবং খসড়া পৌরসভা রূপকল্প-এর আলোকে পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প/কার্যক্রম

ধাপ- ৪ খাত অনুযায়ী প্রকল্প/কার্যক্রম অগ্রাধিকারকরণ

প্রতিটি খাতে নির্বাচিত প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত অগ্রাধিকার অনুযায়ী নির্বাচন করুন এবং "ছক চ" এর ১ নম্বর কলাম অনুযায়ী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলো পুনর্বিন্যাস করুন। প্রকল্প/কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা উচিত। স্থায়ী কমিটি চাইলে তাদের বিবেচনায় আরো বিষয় যুক্ত হতে পারে।

(ক) এটা পৌরসভার রূপকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ কিনা;

(খ) এটা পৌরসভার উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী অবদান রাখবে কি না;

(গ) যদি প্রকল্প/কার্যক্রম ওয়ার্ড পর্যায় থেকে প্রস্তাবিত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ওয়ার্ড পর্যায়ের অগ্রাধিকার তালিকায় এটি'কে অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে কি না;

(ঘ) যদি প্রকল্প/কার্যক্রম ওয়ার্ড পর্যায় হতে প্রস্তাবকৃত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এ'টি শুধুমাত্র সীমিত জনগোষ্ঠীর জন্য না হয়ে ওয়ার্ডের অধিক সংখ্যক বাসিন্দাদের জন্য বা দরিদ্র ও নারীর মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য সুফল নিয়ে আসবে কি না;

(ঙ) এটি আর্থিক এবং প্রযুক্তিগতভাবে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা;

(চ) পরিবেশ বা নারীর মতো কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি না;

(ছ) এটি সরকারের নীতিসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা,

(জ) এটি 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা,

(ঝ) প্রতিটি ওয়ার্ডের চাহিদা সুষমভাবে বিবেচনা করা হয়েছে কি না।

দ্বিতীয় কলামে প্রতিটি প্রকল্প/কার্যক্রমের শিরোনাম লিখুন। শিরোনাম সহজবোধ্য এবং সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কার্যক্রমের প্রস্তাবনা যে সকল ওয়ার্ড থেকে এসেছে, সেগুলো তৃতীয় কলামে লিখুন। এমন যদি হয়ে থাকে যে, ধাপ ২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী কয়েকটি ছোট প্রকল্প একত্রিত করে একটি বড় প্রকল্পে রূপান্তর করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে উক্ত ছোট ছোট প্রকল্পগুলো যে সকল ওয়ার্ড থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিলো, সেগুলোর নাম এই কলামে লিখুন। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকটি ওয়ার্ড যদি সড়কবাতি স্থাপনের প্রস্তাব করে থাকে, কলাম ৩-এ প্রস্তাবক হিসাবে উক্ত ওয়ার্ডের সবগুলোর নাম সন্নিবেশিত হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কত লোক উপকৃত হবে, সেটা কলাম ৪- এ লিখতে হবে। ছোট ছোট প্রকল্প একীভূতকরণের ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। কলাম ৫-এ ওয়ার্ড পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রকল্পের নাম সন্নিবেশ করুন। একাধিক ছোট প্রকল্প একত্রিত করে বড় প্রকল্পে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নাম লেখা যেতে পারে, তবে তা হতে হবে এ সকল ছোট প্রকল্পসমূহের প্রতিনিধিত্বমূলক। প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কলাম ৬-এ সন্নিবেশিত করতে হবে। ছোট ছোট প্রকল্পসমূহের একীভূতকরণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবকৃত পরিমাণগুলো একত্রে যোগ করে কলাম ৬-এ লেখা যেতে পারে।

ধাপ- ৫ প্রতিটি প্রকল্পের সম্ভাব্য খাত চিহ্নিতকরণ

তালিকাভুক্ত প্রতিটি প্রকল্প/কার্যক্রমের অর্থায়ন কী ভাবে করা যেতে পারে, তা আলোচনা করুন। ছক 'চ' এর *তহবিলের উৎস* কলামে (কলাম-৭) প্রতিটি প্রকল্প/কার্যক্রমের সম্ভাব্য উৎসসমূহ লিখুন। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ এককভাবে বা সমন্বিতভাবে তহবিলের সম্ভাব্য উৎস হতে পারেঃ

১) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) নিয়মিত অনুদান;

২) সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প;

৩) পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত;

৪) জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের সরকারি সংস্থাসমূহ;

৫) পৌরসভা আবেদন করার পরিকল্পনা করছে এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ;

৬) অন্য কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে পৌরসভা অর্থ সংগ্রহ করেছে বা করার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিটি প্রকল্প/কার্যক্রমের সম্ভাব্য উৎস সনাক্ত করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

- ছক '৬' তে প্রক্ষেপিত পরিমাণ হিসেবে এডিপি'র নিয়মিত অনুদান এবং পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্তের চেয়ে বেশী বরাদ্দ করা যাবে না;
- এডিপি'র নিয়মিত অনুদান শুধু উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য, পৌরসভাকে অন্যান্য উৎস থেকে অথবা তার রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে তহবিল বরাদ্দ করতে হবে;
- তহবিলের অবাস্তব উৎস বা একটিমাত্র উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থপ্রাপ্তির অনুমান করা অনুচিত।

কলাম '৭' এ সম্ভাব্য উৎসসমূহ সন্নিবেশনের পর উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকারী কে হতে পারে, সেটা আলোচনা করুন। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান একক কোন প্রতিষ্ঠান বা সমন্বিতভাবে একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে পারে। কলাম '৮' এ সম্ভাব্য বাস্তবায়নকারীগণের নাম লিপিবদ্ধ করুন।

ধাপ-৬ **পৌরসভার মহাপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ**

যদি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা থাকে, তা পর্যালোচনা করুন এবং নির্বাচিত প্রকল্পসমূহ মহাপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিম্নোক্ত ছক ব্যবহার করে পরীক্ষা করুন।

প্রকল্প/কার্যক্রম	এটি কি মহাপরিকল্পনার আওতাভূক্ত ?		যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে প্রকল্প/কার্যক্রমগুলো পৌরসভা মহাপরিকল্পনায় নিম্নে উল্লিখিত ৪ ধরণের পরিকল্পনার সাথে কি সামঞ্জস্যপূর্ণ ?			
	হ্যাঁ	না	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা*	যান চলাচল ও পরিবহন পরিকল্পনা**	ড্রেনেজ্ ও পরিবেশ পরিকল্পনা***	নগর সুবিধাসমূহের পরিকল্পনা****
১. পাবলিক টয়লেট	হ্যাঁ	--	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২. ড্রেন/নালা	হ্যাঁ	--	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২. শিশু পার্ক	হ্যাঁ	--	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

* ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাঃ

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হচ্ছে প্রতিটি ভূমির তুলনামূলক সুবিধার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের ভূমি ব্যবহারের জন্য তৈরি করা একটি পরিকল্পনা যা উক্ত এলাকার জন্য সর্বোত্তম। নীতিমালা ও কৌশল, অবস্থান, বণ্টন এবং ধরনের উপর ভিত্তি করে ভূমির ভবিষ্যৎ ব্যবহার পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট করা হয়।

** যোগাযোগ পরিকল্পনাঃ

ভবিষ্যৎ যাত্রী সাধারণের চাহিদা পূরণ এবং যথাযথভাবে যাতায়াত ব্যবস্থা সমন্বয়ের লক্ষ্যে পরিবহন সেবা এবং অবকাঠামোগুলির পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। যোগাযোগ পরিকল্পনায় যাত্রীদের উৎস ও গন্তব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর এবং দক্ষ সংযোগ প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে প্রয়োজনগুলোর সাথে এঁটে উঠতে এই পরিকল্পনায় কতিপয় নীতি, প্রস্তাব, বিনিয়োগের পরিকল্পনা এবং নকশা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

*** নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাঃ

ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকার কারণে নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) পরিকল্পনা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা একটি একক পরিকল্পনা হিসাবে প্রস্তুত এবং উপস্থাপন করা হয়। এই পরিকল্পনা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্যকর নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য কর্ম, নীতি, এবং বাস্তবায়ন কৌশলগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেয়।

**** অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদি এবং নাগরিক সেবার পরিকল্পনাঃ

শহুরে জীবনধারণের জন্য অনেকগুলো অত্যাবশ্যকীয় নাগরিক সুবিধা এবং নাগরিক সেবা রয়েছে (যেমন পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ)। উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে শহুরে জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এই সুবিধাদি এবং নাগরিক সেবাগুলোর পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনাগুলো সে সকল সুযোগ-সুবিধা এবং সেবাগুলির প্রয়োজনীয়তা, অবস্থান, দিক ইত্যাদি বিবেচনা করে নাগরিকদের সাশ্রয়ী এবং সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদান করবে।

ধাপ- ৭ বাস্তবায়নের সময়সূচী নির্ধারণ করা

প্রতি বছরের সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদের কোন্ বছরে কোন্ কোন্ প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত তার উপর আলোচনা করুন। যেহেতু, এ'টি একটি ৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা, সুতরাং কোন একটি প্রকল্প এক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়ন করতে হবে- এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কোন বৃহৎ প্রকল্প কয়েক বছর সময় ধরে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা যেতে পারে, যাতে প্রতি বছর অন্যান্য প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত তহবিলের সংস্থান করা যায়। প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের বছর ছক 'চ' এর কলাম ৯-এ লিপিবদ্ধ করুন। যে সকল প্রকল্প/কার্যক্রমের তহবিল প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম কিংবা অনিশ্চিত বা পৌরসভা অর্থায়নের জন্য আবেদন করতে চায়, এমন প্রকল্পসমূহের 'বাস্তবায়নের সাল' এর ঘরটি ফাঁকা রাখতে হবে। তারপরেও, পৌরসভা যদি কোন নির্দিষ্ট বছরে তহবিলের জন্য আবেদন করতে চায়, তাহলে 'বাস্তবায়নের সাল' সেই বছরে দেখাতে হবে।

এরপর, শেষ কলামে (কলাম '১০') উক্ত প্রকল্পটির কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা লিপিবদ্ধ করুন। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সেটা কী ফলাফল নিয়ে আসবে বা বাস্তবায়িত না হলে তার ফলাফল কী, সেটা উক্ত কলামে লিপিবদ্ধ করুন।

ধাপ- ৮ অগ্রাধিকার প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের খসড়া তালিকা দুটি তালিকাতে পৃথকীকরণ

পূরণকৃত ছক 'চ' নিম্নলিখিত দু'টি তালিকায় পৃথক করুন।

তালিকা ১ঃ অগ্রাধিকার প্রকল্প/কার্যক্রমের একটি তালিকা যেটা নিজেরা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করবে বা স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করবে। এই তালিকায় সে সকল প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হবে যে সকল প্রকল্পের অর্থায়ন তুলনামূলকভাবে নিশ্চিত। উদাহরণস্বরূপ, যে সকল প্রকল্প পৌরসভা নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করবে বা সরকারের নিয়মিত মঞ্জুরির সাহায্যে বাস্তবায়ন করবে, সে সকল প্রকল্প এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ, এই তালিকাটি পৌরসভার একটি প্রকৃত পরিকল্পনা যা তাদের নিজস্ব অর্থায়নে অথবা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি সংস্থাগুলোর সহায়তায় বাস্তবায়ন করবে।

তালিকা ২ঃ অগ্রাধিকার প্রকল্প/কার্যক্রমের একটি তালিকা যেটা পৌরসভা বহির্ভূত কোন উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এই তালিকাটি এমন প্রকল্পসমূহের সমষ্টি, যেগুলো কেবলমাত্র অতিরিক্ত তহবিল সংগ্রহ সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা যাবে।

অগ্রাধিকার তালিকা এভাবে পৃথক করার ফলে নাগরিকদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পৌরসভার বর্তমান আর্থিক সক্ষমতায় কোন কোন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

ছক- চ ঃ অগ্রাধিকার প্রকল্প/কার্যক্রমের তালিকা

পৌরসভার নামঃ .....

অগ্রাধিকার	প্রকল্প/ কার্যক্রমের শিরোনাম	প্রস্তাবক	উপকারভোগী (বিবরণ ও সংখ্যা)	প্রকল্প/কার্যক্রমের বিবরণ	ব্যয় (টাকা)	তহবিলের উৎস**	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নের সাল					প্রকল্প/কার্যক্রমটির গুরুত্ব
								১	২	৩	৪	৫	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯					১০
খাত ১- সড়ক/রাস্তা এবং ব্রীজ*													
১	*"... ..." থেকে "... ..." পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ*	*ওয়ার্ড ২, ৪, ৫, ৭ এর সকল বাসিন্দা (১১০০)*	*ওয়ার্ড ২, ৪, ৫, ৭ এর সকল বাসিন্দা (১১০০)*	*২ নং ওয়ার্ডের "... ..." থেকে ৪ নং ওয়ার্ডের "... ..." হয়ে ৭ নং ওয়ার্ডের "... ..." পর্যন্ত ১৬ ফুট প্রশস্ত ২ কিলোমিটার আরসিসি সড়ক নির্মাণ*	*৫০,০০,০০০*	*বাংলাদেশ সরকারের "... ..." তহবিল*	*পৌরসভা/DPHE/ LGED*	x					*রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এটা উক্ত চার ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের চলাচল ও মালামাল পরিবহন সহজতর করবে এবং পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নগুলোর সাথে যোগাযোগ সহজতর হবে।*
২	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
খাত ২ঃ পানি সরবরাহ													
১	*পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন*	*ওয়ার্ড ২, ৮*	*২ ও ৮ নং ওয়ার্ডের ১৮০০ অধিবাসী (৫০%)*	*ওয়ার্ড ২ এবং ৮ এর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ৩০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন*	*১৫,০০,০০০*	ডিপিএইচই উপজেলা অফিস (৬ টি) এবং এডিপি (২৪ টি)		x					*পৌরসভায় ১০০ ভাগ নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পটি জরুরী। এটা দুটো ওয়ার্ডবাসীর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প যারা অগভীর নলকূপের আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহার করে।*
২	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
খাত ৩ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা													
১	*বর্জ্য সংগ্রহের এলাকা বৃদ্ধি*	*ওয়ার্ড ১, ৩, ৬*	*পৌরসভার সকল অধিবাসী; বিশেষতঃ ওয়ার্ড ১, ৩ ও ৬ এর ৩৫,০০ (৬০%) বাসিন্দা*	*সদর এলাকায় আরো ৬ টি ডাস্টবিন স্থাপন এবং একটি গার্বেজ ট্রাক ক্রয়। ময়লা সংগ্রহের জন্য আরো কয়েকজন কর্মী নিয়োগ।*	*২৭,০০,০০০*	*এডিপি, রাজস্ব উদ্বৃত্ত*	*পৌরসভা*				x	x	*সকল ওয়ার্ডের অগ্রাধিকার তালিকায় এটা রয়েছে এবং এটা পৌরবাসীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আবর্জনা এই শহরকে অপরিচ্ছন্ন এবং অস্বাস্থ্যকর করে তুলছে। উপরন্তু, আবর্জনা নিষ্কাশন ব্যবস্থায় বাঁধা সৃষ্টির মাধ্যমে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে।*
২	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

খাত ৪ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা													
১	"... ..." থেকে "... ..." পর্যন্ত বাঁধ সংস্কার	ওয়ার্ড ৪, ৫, ৯	পৌরসভার সকল অধিবাসী: বিশেষতঃ ওয়ার্ড ৪, ৫ ও ৯ এর ২৭,০০ (৫০%) বাসিন্দা	"... ..." থেকে "... ..." পর্যন্ত বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সংস্কার	১৮,০০০,০০০	বাংলাদেশ সরকারের "... ..." তহবিল	পৌরসভা		x					নদী ভাঙ্গনের ফলে পৌর এলাকা কমে যাওয়ার হাত থেকে পৌরসভা রক্ষা পাবে। কৃষি জমিতে বন্যার ক্ষতি এবং "... ..." নদীর পাড়ের স্থাপনা সমূহ রক্ষায়ও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
খাত ৫ঃ নারীর ক্ষমতায়ন													
১	নারীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ	ওয়ার্ড ৯	ওয়ার্ড ৯ এর সকল অধিবাসী	প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি বাড়াতে "... ..." এনজিও-র সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডে অর্থ প্রদান	১২০,০০০	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	"... ..." এনজিও	x						দরিদ্র নারীদের বিরাট একটি অংশের বসবাস ওয়ার্ড নম্বর ৯-এ। এই কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক হবে বিশেষতঃ দরিদ্র নারীদের জন্য সহায়ক হবে। "... ..." এনজিও ইতোমধ্যে এ কাজে ব্যয় ভাগাভাগি করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
খাত ৬ঃ সামাজিক সমস্যা													
১	মাদক বিরোধী প্রচারণা	ওয়ার্ড ১, ৩, ৮	সকল পৌরবাসী	থানা পুলিশের সহায়তায় মাদক বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কমিউনিটি ভিত্তিক টহল এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা চালু করা	২০০,০০০	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	পৌরসভা এবং থানা পুলিশ		x					মাদকাসক্তি এবং এ সংক্রান্ত অপরাধ পৌরসভার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জননিরাপত্তা এবং যুব সমাজের উন্নয়নে এগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরী।
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
খাত ৭ঃ পৌর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়ন													
১	কর নির্ধারণের প্রশিক্ষণ	নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	পৌরসভার ১০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী	পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর নির্ধারণের নতুন বিধিবিধান এবং সফটওয়্যারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	৫০,০০০	এলজিইডি'র "... ..." প্রকল্প	এলজিইডি	x						এটা পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
খাত ৮ঃ - - - - - - - - - - - - - - -													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* খাতসমূহ পৌরসভা আইনের ২য় তফসিল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে যা সংযুক্তি ১ - এ উল্লেখ করা হয়েছে।

** তহবিলের উৎস

১ঃ পৌরসভার নিজস্ব তহবিল

২ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

৩ঃ প্রকল্প সাহায্য

পর্যায় ৮ঃ খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিল সংকলন

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি পৌরসভার সচিব, প্রকৌশলীবৃন্দ এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সহযোগিতায় একটি খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিল হিসেবে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ফলাফলসমূহ সংকলন করবে। দলিলের কাঠামো ও উপাদান নিম্নরূপে সুপারিশ করা হলো। এছাড়া, **সংযুক্তি-২** এ উপাদানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা দলিলের কাঠামো	পরিকল্পনা দলিলের উপাদানসমূহ
১. ভূমিকা	• উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও এর সুফলসমূহ • পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ
২. এক নজরে পৌরসভা	পৌরসভা সম্পর্কিত মৌলিক তথ্যাদি
৩. পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা	পৌরসভার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার ফলাফল (ছক 'ঘ')
৪. পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা	পৌরসভার সম্ভাব্য আর্থিক সম্পদের হিসাবের সারণি (ছক 'ঙ')
৫. আগামী পাঁচ বছরের জন্য পৌরসভার উন্নয়ন রূপকল্প	পৌরসভার রূপকল্প বিবৃতি চূড়ান্তকরণ
৬. পরিকল্পনাধীন প্রকল্প/কার্যক্রম	• পরবর্তী ৫ বছরের জন্য প্রধান খাতসমূহ • প্রকল্প/কার্যক্রমের অগ্রাধিকারের মাণদণ্ডের বিবরণ • খসড়া অগ্রাধিকার প্রকল্প/কার্যক্রমের তালিকা, যেটা নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে বা স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় বাস্তবায়িত হবে (ফর্ম 'ছ'- তালিকা ১) • খসড়া অগ্রাধিকার প্রকল্প/কার্যক্রমের তালিকা যেটা বাহ্যিক উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে (ফর্ম 'ছ'- তালিকা ২)

পর্যায় ৯ঃ টিএলসিসি'র সভায় খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনা

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনাটি মেয়রের নিকট পেশ করবে এবং তিনি পরিকল্পনাটি টিএলসিসি'র সদস্যদের সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন। খসড়া পরিকল্পনাটি টিএলসিসি'র সদস্যদের সভার কমপক্ষে ৫ দিন পূর্বে সরবরাহ করা উচিত, যেন তারা এটি ভালোভাবে পর্যালোচনা করতে পারে। *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি* টিএলসিসি'র সভায় খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে। কেন উক্ত প্রকল্প/কার্যক্রম নির্বাচন করা হয়েছে তা স্থায়ী কমিটি সভায় ব্যাখ্যা করবে। টিএলসিসি খসড়া পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করবে এবং সুপারিশ প্রদান করবে।

সভা চলাকালীন নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

ক) পৌরসভার জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন রূপকল্পটি যথাযথ কিনা;

খ) পরিকল্পনাধীন প্রকল্প/কার্যক্রম দীর্ঘ মেয়াদে পৌরসভার জন্য সুফল বয়ে আনতে অবদান রাখবে কিনা;

গ) প্রতিটি ওয়ার্ডের দাবি পক্ষপাতহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা;

ঘ) পরিকল্পনাধীন প্রকল্প/কার্যক্রম পৌরসভার আর্থিক ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা;

ঙ) পরিকল্পনাধীন প্রকল্প পরিবেশ বা কোন নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী বা মহিলাদের জন্য নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে কিনা;

চ) পরিকল্পনাধীন প্রকল্প/কার্যক্রম মহিলা, দরিদ্র এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং এ বিষয়ে তারা অগ্রাধিকার পাবে কিনা; এবং

ছ) যে সকল পরিকল্পনাধীন প্রকল্প/কার্যক্রম পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে কিনা।

টিএলসিসি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্থায়ী কমিটি খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশোধন করবে।

পর্যায় ১০ঃ পৌর পরিষদের সভায় খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি পৌর পরিষদের মাসিক সভায় সংশোধিত খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে। পরিষদ এ বিষয়ে আলোচনা করবে এবং পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করবে।

পর্যায় ১১ঃ চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ

পৌর পরিষদের সভার কার্যবিবরণীসহ চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য পৌরসভা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করবে।

পর্যায় ১২ঃ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন

অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে প্রশাসন বিভাগ ও প্রকৌশল বিভাগ মেয়র, *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা* ও *উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি* এবং *সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*র সাথে পরামর্শক্রমে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য একটি খসড়া বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা এবং তার সাথে একটি খসড়া বাজেট প্রস্তুত করবে। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারেঃ

ধাপ-১ পরবর্তী অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের প্রক্ষেপণ পর্যালোচনা

বর্তমান ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের রাজস্ব আয় বিবেচনা করে (ছক 'ঙ') চলতি অর্থবছরে রাজস্ব প্রক্ষেপণ পর্যালোচনা করুন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করুন।

ধাপ-২ পরবর্তী অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় অথবা পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য বা প্রস্তাবিত প্রকল্প/কার্যক্রমগুলোর তালিকা প্রস্তুতকরণ

উন্নয়ন পরিকল্পনার ''নিজস্ব অর্থায়নে বা স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় বাস্তবায়িতব্য অগ্রাধিকার প্রকল্প/কার্যক্রম" তালিকা থেকে (ছক চ-১) পরবর্তী অর্থবছরে নিজস্ব অর্থায়নে বা স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় বাস্তবায়িতব্য অগ্রাধিকার প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহ আলাদা করুন। উক্ত কাজে পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছক 'ছ' ব্যবহার করুন। যদি প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্য মোট ব্যয় টেবিলে দেখানো (ধাপ ১) প্রক্ষেপিত মোট উন্নয়ন আয়ের চেয়ে বেশী হয়, তাহলে তালিকায় সর্বনিম্ন অগ্রাধিকার দেওয়া প্রকল্প/কার্যক্রমগুলি সরিয়ে ফেলুন। এক্ষেত্রে এই তালিকায় সর্বনিম্ন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ আংশিক আকারে সম্পাদনের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে, যেটা পরবর্তী অর্থবছরে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সম্পাদিত হবে।

এই তালিকার অগ্রাধিকার ক্রম, প্রকল্প/কার্যক্রমের শিরোনাম, টার্গেট/অভীষ্ট এলাকা, উপকারভোগী মানুষের সংখ্যা, প্রকল্প/কার্যক্রমের বিবরণ, প্রাক্কলিত ব্যয় এবং তহবিলের উৎস- এই সাতটি কলাম পূর্ববর্তী ছক 'চ' থেকে পূরণ করতে হবে। এই ছকগুলো পূরণ করার সময় প্রয়োজনবোধে এই তথ্যগুলো সংশোধন বা পরিমার্জন করা যেতে পারে।

ধাপ-৩ পরবর্তী অর্থবছরে যে সকল প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন হবে, তার তালিকা তৈরি

উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রদর্শিত যে সকল অগ্রাধিকার প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য পৌরসভার বাহ্যিক উৎস থেকে সম্পদ আহরণ প্রয়োজন হবে, একইভাবে সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন (ছক 'চ'-২)। এই তালিকার সকল প্রকল্পের অর্থায়ন বাহ্যিক উৎস থেকে সম্পদ আহরণের উপর নির্ভরশীল বিধায় এই তালিকার প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অনিশ্চিত যদিও এগুলো স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা ভিত্তিক প্রকল্প।

ধাপ-৪ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়সীমা এবং বাস্তবায়নকারী নির্ধারণ

প্রতিটি প্রকল্পের জন্য আলাদাভাবে বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়সীমা নির্ধারণ করুন। অর্থাৎ, বছরের কোন্ সময়ে কোন্ প্রকল্প সম্পন্ন হবে- সেটা নির্ধারণ করুন এবং ৮ নম্বর কলামে সেই তথ্য লিপিবদ্ধ করুন। অনুরূপভাবে, প্রতিটি প্রকল্প/কার্যক্রমের বাস্তবায়নকারী এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ বা ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে ৯ এবং ১০ নম্বর কলামে লিপিবদ্ধ করুন। সরকার-নির্ধারিত বাজেট ফরম্যাট অনুযায়ী খসড়া বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রস্তুত করা উচিত। এতে করে বাজেট এবং পরিকল্পনা- দুটোই পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আলোচনা এবং অনুমোদনের জন্য বার্ষিক বাজেট এবং বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা- উভয়ই পৌর পরিষদে পেশ করতে হবে।

ছক-ছঃ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা

অর্থ বছর- ২০১৭-২০১৮

অগ্রাধিকার ক্রম	প্রকল্প/কার্যক্রমের শিরোনাম	টার্গেট /অভীষ্ট এলাকা	উপকারভোগী	প্রকল্প/কার্যক্রমের বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের উৎস	বাস্তবায়ন কাল	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ	পরিবীক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/ব্যক্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক. পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে অথবা স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প/কার্যক্রমের তালিকা									
খাত ১ঃ সড়ক ও সেতু									
১	''-----'' সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	ওয়ার্ড ১, ৩, ৯	সকল পৌরবাসী	উপজেলার ''-----'' সড়কের ভেঙ্গে যাওয়া অংশ সংস্কার যা পৌরসভা এবং পার্শ্ববর্তী ''-----'' উপজেলাকে সংযুক্ত করেছে	৬০.০০	এলজিইডি উপজেলা অফিস	---	---	নির্বাহী প্রকৌশলী
২	---	---	---	---	---	---	---	---	---
খাত ২ঃ পানি সরবরাহ									
১	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	ওয়ার্ড ২, ৮	ওয়ার্ডের ১৮০০ অধিবাসী (৫০%)	ওয়ার্ড ২ এবং ৮ এর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ৩০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন	১৫.০০	ডিপিএইচই উপজেলা অফিস (৬ টি) এবং এডিপি (২৪ টি)	১০/২০১৭-১১-২০১৭	প্রকৌশল বিভাগ	সহকারী প্রকৌশলী
২	---	---	---	---	---	---	---	---	---
খাত ৩ঃ - - - - - - - - - -									
১	---	---	---	---	---	---	---	---	---
২	---	---	---	---	---	---	---	---	---
খ. অগ্রাধিকার প্রকল্প/কার্যক্রমের একটি তালিকা যা বাহ্যিক উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে									
খাত ১ঃ সড়ক ও সেতু									
১	''-----'' থেকে ''----- '' পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ	ওয়ার্ড ২, ৪, ৫, ৭	ওয়ার্ড ২, ৪, ৫, ৭ এর সকল বাসিন্দা (১১০০)	২ নং ওয়ার্ডের ''-----'' থেকে ৪ নং ওয়ার্ডের ''-----'' হয়ে ৭ নং ওয়ার্ডের ''-----'' পর্যন্ত ১৬ ফুট প্রশস্ত ২ কিলোমিটার আরসিসি সড়ক নির্মাণ	৫০.০০	বাংলাদেশ সরকারের ''-----'' তহবিল	---	---	---
২	---	---	---	---	---	---	---	---	---
খাত ২ঃ পানি সরবরাহ									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

৫. উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ

৫.১. পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য

যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করা গেলে উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি কাগুজে দলিল ব্যতীত কিছুই নয়। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য তা পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নাগরিকদের নিকট পূর্ণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ জরুরি- যা এ হ্যান্ডবুকের ২.১ নং অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য নাগরিকদের সাথে বিনিময় করতে হবে। শুধুমাত্র পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াই নয়, পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়াতেও নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পৌরসভার জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এটি অপরিহার্য।

৫.২. পরিবীক্ষণ করার প্রক্রিয়া

পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবীক্ষণ করার জন্য পৌরসভার নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকতে হবে, যদিও সরকার এটি পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ করতে পারে। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে পরিবীক্ষণে যুক্ত, সেটা নিচের চিত্রে দেখানো হলো।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ

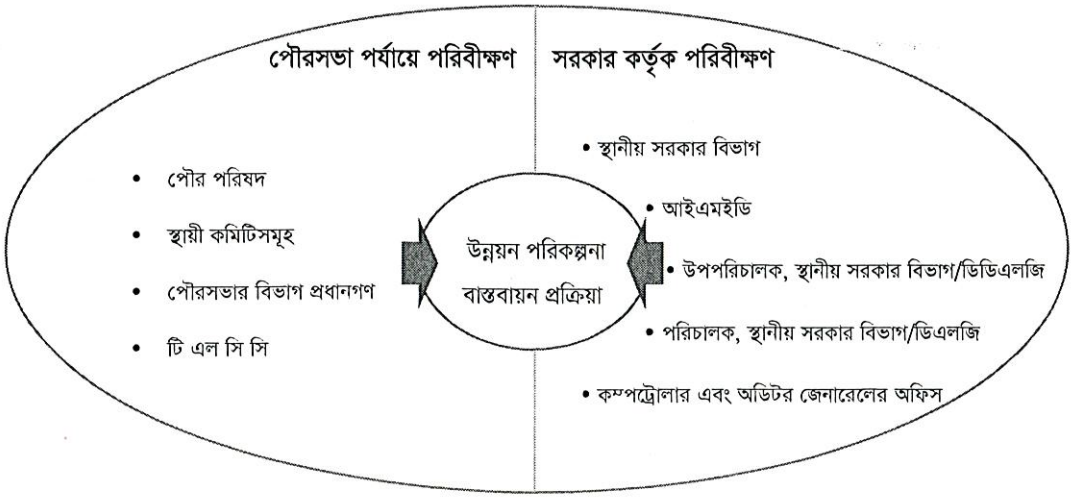

পৌরসভার ৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রণীত বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা পৌরসভা পর্যায়ে পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনায় তালিকাভুক্ত প্রকল্প/কার্যক্রম প্রত্যাশা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করা জরুরি।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষনে এই হ্যান্ডবুক নিম্নলিখিত উপায়ে পর্যবেক্ষণের প্রস্তাব করছে ঃ

পৌরসভা পর্যায়ে পরিবীক্ষণ

বিভাগ প্রধান

১) পরিবীক্ষণের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় মনোনীত বিভাগ/ব্যক্তি থেকে বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও মেয়রের পরামর্শক্রমে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

স্থায়ী কমিটি

সিইও/বিভাগ প্রধানদের রিপোর্টের ভিত্তিতে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে কাউন্সিলে সুপারিশ প্রদান

টিএলসিসি
সিইও/বিভাগ প্রধানদের রিপোর্টেও ভিত্তিতে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা এবং মতামত প্রদান
পৌর পরিষদ
১) স্থায়ী কমিটির সুপারিশসহ বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়নের অবস্থা মাসিক সভায় আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ
২) পরবর্তী মাসিক সভায় কার্যকর পদক্ষেপ সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ

সরকার কর্তৃক পরিবীক্ষণ
১। সরকার কর্তৃক পরিবীক্ষণের সময় (নির্ধারিত ছক অনুযায়ী) পৌরসভাসমূহ পরিবীক্ষণ কাজে সহায়তা করবে
২। পৌরসভাসমূহ সরকারের মতামত ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করবে
৩। এ সংক্রান্ত অডিট নিষ্পত্তিকরণে পৌরসভা সরকারকে সহায়তা করবে

পৌর পরিষদ পরিবীক্ষণের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। পৌর পরিষদ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী স্বত্ত্বা এবং মাসে একবার এই পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের দায়িত্ব সাধারণভাবে পৌর পরিষদের উপর ন্যস্ত হলেও এই পরিষদের পক্ষে সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ করা সহজসাধ্য নয় বিধায় পরিবীক্ষণের দায়িত্ব *নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি*র উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

পৌরসভার বিভাগ প্রধানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্থায়ী কমিটি বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় তালিকাভুক্ত প্রতিটি প্রকল্প/কার্যক্রমের বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা করতে পারবে এবং এই পর্যবেক্ষণের ফলাফল এবং সুপারিশ পৌর পরিষদকে জানাতে পারবে।

পরিবীক্ষণের সময় সূচি এবং মেয়াদকাল পৌর পরিষদের দ্বারা নির্ধারিত হবে। পরিবীক্ষণের মেয়াদকাল ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এতে পৌরসভা কোনও সমস্যা সমাধানে সুপারিশ মোতাবেক সময়মত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। পূর্বের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা, সেটা পৌর পরিষদের পরবর্তী মাসিক সভায় নিশ্চিত করতে হবে।

পৌরসভা তার পরিকল্পিত প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত টিএলসিসি'র সভায় উপস্থাপন করবে এবং এ বিষয়ে টিএলসিসি'র মতামত বিবেচনা করবে। টিএলসিসি'র সভা যেহেতু প্রতি তিন মাসে একবার অনুষ্ঠিত হয়, সেহেতু উক্ত মতবিনিময় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হতে পারে।

বছরের শেষে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণসহ কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলাফল সম্পর্কে প্রতিবেদন পৌর পরিষদে এবং টিএলসিসি'র সভায় উপস্থাপন করা আবশ্যক।

উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কী ভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে তা ''পৌরপরিষদ ও স্থায়ী কমিটি কর্তৃক পৌরসভার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ" শীর্ষক পৃথক হ্যান্ডবুকে বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সংযুক্তি- ১

পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত পৌরসভার বিস্তারিত কার্যাবলী ঃ

খাত/শ্রেণি	পৌরসভার বিস্তারিত কার্যাবলী (বাধ্যতামূলক কার্যাবলী মোটা হরফে দেখানো হয়েছে)
জনস্বাস্থ্য	জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা; অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ তদারক করা; **আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; পাবলিক টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ব্যক্তিগত পায়খানা ও প্রস্রাব খানা তদারক করা; জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ নিবন্ধন করা; সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধকরণ;** জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন; হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারী নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইত্যাদি।
পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন	**পানি সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; ব্যক্তিগত পানি সরবরাহের উৎসসমূহ তদারক করা; পানি নিষ্কাশন নর্দমা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম; স্নান ও ধৌত করার স্থান সুরক্ষা কার্যক্রম; সাধারণ খেয়া পারাপার ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ;** পানি সরবরাহ প্রকল্প কার্যকর করা; পানি সরবরাহের জন্য উৎসসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ; বেসরকারি মালিকানাধীন নর্দমা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা; নর্দমা নির্মাণ প্রকল্প কার্যকর করা; ধোপাদের জন্য ধোপী ঘাটের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা; সাধারণ মৎস্য ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা; মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে নিয়ম-কানুন প্রবর্তন ও তদারক করা।
খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রম	খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন, প্রস্তুতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ; দুধ সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন; **সাধারণের বাজার প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা; বেসরকারি বাজারের লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করা; কসাইখানার ব্যবস্থা ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা।**
পশু	প্রাণি হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা; পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা পশুর মধ্যে সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে টিকাদান; বেওয়ারিশ পশু আটক করা ও খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখা; পশুশালা ও খামার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; বিপজ্জনক পশু নিয়ন্ত্রণ; পশুসম্পদ বিষয়ক প্রকল্প কার্যকর করা; গবাদি পশু বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন করা; গবাদি পশু প্রদর্শনী, মেলা অনুষ্ঠান/আয়োজন এবং চিড়িয়াখানা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ; পশুর মৃত দেহ অপসারণ, ইত্যাদি।
শহর পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রম	**মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;** শহরের মধ্যে কোনো এলাকার জমির উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকর করা।
ইমারত নিয়ন্ত্রণ	**ইমারতের নক্‌শা অনুমোদন, নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, পরিদর্শন; ইমারত নিয়ন্ত্রণ;** ইমারত সম্পর্কিত প্রবিধান প্রণয়ন, ইত্যাদি।
রাস্তা	**সাধারণের সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যকর করা; নতুন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন; প্রয়োজনীয় রাস্তা এবং অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ; সড়ক বাতির ব্যবস্থা; রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা; যানবাহন নিয়ন্ত্রণে প্রবিধান প্রণয়ন করা; অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান; জনসাধারণের যানবাহন ব্যবহারের জন্য ভাড়ার হার নির্ধারণ করা।** সড়কসমূহের নামকরণ, নম্বর ও হোল্ডিং প্রদান; সড়ক বাতি সম্পর্কিত প্রকল্প কার্যকর করা।
জন নিরাপত্তা	**পৌরসভার জননিরাপত্তা বিষয়ক কার্যাবলী নির্দিষ্টকরণ; বন্যা দুর্গত এলাকা হতে জনগণকে উদ্ধারের জন্য নৌকা ও প্রয়োজনীয় উপকরণসহ প্রস্তুতি; ক্ষতিকর ও অবৈধ ব্যবসা প্রতিরোধে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; গোরস্থান ও শ্মশান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করা; এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গোরস্থান ও শ্মশান নির্মাণের রেজিস্ট্রেশন প্রদান।**
বৃক্ষ,পার্ক, উদ্যান ও বন	**জনপথে ও অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যকর করা;** গণ উদ্যানসমূহ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা; বৃক্ষের পোকামাকড় নিধন; আগাছা পরিষ্কার; ক্ষতিকর বৃক্ষ নিধন; পুকুর খনন ও পুনঃখনন এবং নিম্নাঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা। **উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ; উন্মুক্ত স্থান ব্যবহারের বিধান প্রণয়ন করা।**
শিক্ষা ও সংস্কৃতি	**কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ; পৌর এলাকাতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন;** প্রয়োজনে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ; পৌরসভা পৌর এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে, বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে, অর্থ সাহায্য প্রদান; যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান; প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা; শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ; বিদ্যালয়ের পুস্তক ও স্টেশনারী দ্রব্যাদির বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন; নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শিক্ষা সমিতির উন্নয়নের জন্য সহায়তাদান; শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ; পৌর এলাকায় শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জনস্বার্থে সম্পাদিত বিষয়ে প্রচারের জন্য তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন এবং উহাতে রক্ষিত জিনিসপত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা; পাবলিক হল ও সমাজ কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা; সকল ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন; পৌর এলাকায় আগমনকারী বিশিষ্ট অতিথিদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা; জনসাধারণের মধ্যে শরীরচর্চা, ব্যায়াম ও খেলাধুলার উৎসাহ দান এবং র‍্যালী ও টুর্নামেন্ট পরিচালনা; নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা; পৌর এলাকার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা; সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ ও উন্নতি সাধন; গণ গ্রন্থাগার ও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার নির্মাণ ও পরিচালনা।
সমাজ কল্যাণ	দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ; পৌরসভা নিজ খরচে পৌর এলাকায় মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন বা দাহের ব্যবস্থা; ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ; সমাজ সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন; মহিলা, শিশু ও পশ্চাদপদ শ্রেণীর কল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
উন্নয়ন	পৌরসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন; বাণিজ্যিক প্রকল্পে বিনিয়োগ।

সংযুক্তি- ২

উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিষয়বস্তুসমূহ

একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, তবে প্রয়োজনে পৌরসভা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি এর সাথে যুক্ত করতে পারে ঃ

উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলের সূচিপত্র

১. ভূমিকা
   - ১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য
   - ১.২ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

২. এক নজরে পৌরসভা

৩. পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা

৪. পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা

৫. পরবর্তী ৫ বছরের জন্য পৌরসভার রূপকল্প

৬. পৌরসভার পরিকল্পিত প্রকল্প/কার্যক্রম

সারণি

- ওয়ার্ড পর্যায়ের অগ্রাধিকার প্রকল্প/কার্যক্রমের বিবরণ

প্রতিটি অধ্যায়ের বিস্তারিত বিষয়বস্তু নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলঃ

১. ভূমিকা

১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য

এ অনুচ্ছেদে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং এর সুফল বর্ণনা করা যেতে পারে। এতে পাঠক পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন।

১.২ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এ অনুচ্ছেদে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অনুসৃত বিভিন্ন ধাপ, উপধাপ ও কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

২. এক নজরে পৌরসভা

আগামী ৫ বছরে পৌরসভা কী করতে যাচ্ছে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার আগে শহরটি বর্তমানে কী অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে পাঠকদের সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য পৌরসভা সম্পর্কিত মৌলিক তথ্যসমূহ সংযোজন করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে, নতুনভাবে কোন দলিল তৈরি না করে 'এক নজরে পৌরসভা' ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ- বেশিরভাগ পৌরসভা ইতিমধ্যেই 'এক নজরে পৌরসভা' প্রস্তুত করেছে, যাতে পৌরসভার মৌলিক তথ্যসমূহের বিবরণ রয়েছে। 'এক নজরে পৌরসভা' সংক্রান্ত তথ্য সংকলনের জন্য কোন নির্ধারিত ছক নেই। তবে, এতে সাধারণত নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে ঃ

'এক নজরে পৌরসভা' ছক (নমুনা)

তথ্যের প্রকৃতি		তথ্যের পরিধি
মৌলিক তথ্য		পৌরসভার নাম প্রতিষ্ঠার তারিখ বর্তমান শ্রেণি এবং উক্ত শ্রেণিভূক্ত হওয়ার তারিখ প্রথম নির্বাচনের তারিখ শপথ গ্রহণের তারিখ (প্রথম পরিষদ) পৌর পরিষদের প্রথম সভার তারিখ সর্বশেষ নির্বাচনের তারিখ শপথ গ্রহণের তারিখ (বর্তমান পরিষদ) পৌর পরিষদের প্রথম সভার তারিখ (বর্তমান পরিষদ) শিক্ষিতের হার অবস্থান (বিভাগ, জেলা, উপজেলা, অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ) ওয়ার্ডের সংখ্যা মৌজার সংখ্যা জনসংখ্যা, পুরুষ, মহিলা, ঘনত্ব হোল্ডিং এর সংখ্যা যানবাহন মোট জনবল (প্রকৌশল, প্রশাসন, স্বাস্থ্য)
নিয়মিত সেবা		পানি সরবরাহ সড়ক আলোকিতকরণ পাবলিক টয়লেট বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ
অবকাঠামো	পরিবহন	মোট সড়ক পাকা/আধা পাকা/কাঁচা/ফুটপাত সেতু/ব্রিজ/কালভার্ট বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল রেল লাইন/রেলওয়ে স্টেশন/জংশন নৌ পথ/নদী বন্দর, ফেরীঘাট/খেয়াঘাট
	নর্দমা	প্রথম পর্যায়ের নর্দমা (প্রাকৃতিক খাল/মানুষের তৈরি খাল) দ্বিতীয়/মধ্যম পর্যায়ের নর্দমা ('সেকেন্ডারি ড্রেন') তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা ('টারসিয়ারি ড্রেন')
ভূমি ব্যবহার পরিস্থিতি		কৃষি, আবাসিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		কলেজ/কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/প্রাথমিক বিদ্যালয়/কিন্ডারগার্টেন/মাদ্রাসা
স্বাস্থ্য		হাসপাতাল/ক্লিনিক (বেসরকারি, সরকারি, ইত্যাদি)
হাট বাজার/মার্কেট		বেসরকারি/সরকারি/ অন্যান্য
শিল্প		ক্ষুদ্র/মাঝারি/বৃহৎ
সংস্থা		সরকারি ও বেসরকারি
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান		মসজিদ/মন্দির/প্যাগোডা
বিনোদন		খেলার মাঠ/উন্মুক্ত স্থান/উদ্যান/পার্ক/সিনেমা হল/বিনোদন কেন্দ্র
প্রাকৃতিক সম্পদ		বনাঞ্চল/নদী/পুকুর/দীঘি/লেক/জলাশয়/অন্যান্য
অন্যান্য		শ্মশানঘাট/গোরস্থান ব্যাংক/বীমা/হোটেল/রেস্তোরাঁ

৩. বিদ্যমান অবস্থা

প্রস্তাবিত প্রকল্প/কার্যক্রম উপস্থাপন করার পূর্বে পৌরসভার বর্তমান আর্থ-সামাজিক, অবকাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থার তথ্য বিনিময় করা জরুরি। কারণ, এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলে প্রস্তাবিত প্রকল্প/কার্যক্রমের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে খাতওয়ারি নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করা যেতে পারে ঃ

- পৌরসভা কী ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করে থাকে;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (পৌরসভা, সরকারি সংস্থা, এনজিও, ইত্যাদি) কর্তৃক সমস্যা মোকাবেলার জন্যে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে বা কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;
- পৌরসভার পক্ষ থেকে যদি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে আগামী পাঁচ বছরে পৌরসভার অবস্থা কিরূপ হবে;

- উক্ত সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় পৌরসভার কী কী সক্ষমতা রয়েছে অথবা পৌরসভায় কী কী সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান আছে অথবা কী কী সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

৪.৩.৫ নং অনুচ্ছেদে, 'পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার পর্যালোচনা' শীর্ষক আলোচনায় বর্ণিত পদক্ষেপ অনুসরণ করে উপরোক্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ছক 'ঙ' তে প্রদত্ত সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলের এ অনুচ্ছেদে উক্ত ছকটি প্রদর্শন করা যেতে পারে।

৪. আর্থিক সক্ষমতা

একটি বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য প্রাপ্তব্য আর্থিক সম্পদের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারনা থাকা জরুরি। পূর্ববর্তী বছরসমূহের আয়ের বিবেচনায় আগামী পাঁচ বছরে প্রত্যাশিত আয় প্রদর্শন এবং আয় বৃদ্ধিতে পৌরসভার সক্ষমতাও এ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা আবশ্যক।

পূর্ববর্তী বছরসমূহের আয়ের এ সব তথ্য ও রাজস্ব উদ্বৃত্তের পরিমাণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার সময়কালের প্রত্যাশিত আয়ের চিত্র ছক 'ঘ' তে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৫. পরবর্তী ৫ বছরের জন্য উন্নয়ন রূপকল্প

যে কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য মধ্য-মেয়াদি এবং/অথবা দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনগণের জন্য পৌরসভার কাঙ্ক্ষিত অবস্থা অর্জনের চিত্র প্রদর্শিত হয় রূপকল্পের মাধ্যমে। অন্যভাবে বলতে গেলে, একটা নির্দিষ্ট সময়ান্তে পৌরসভা কোথায় পৌছাতে চায় তা রূপকল্পে নির্দেশিত থাকে। রূপকল্প একটি বিবৃতি আকারে বর্ণনা করা হয় এবং রূপকল্প বিবৃতি কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য নীতি নির্ধারণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

পৌরসভার রূপকল্প বিবৃতি যা পাঁচ বছর পরে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভার কাঙ্ক্ষিত চিত্র নির্দেশ করে। এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে রূপকল্প জনসম্মুখে প্রকাশ করা উচিৎ, যাতে জনগণ সমস্যা সমাধানে পৌরসভার প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানতে পারে। পৌরসভার রূপকল্প বিবৃতি কী ভাবে প্রস্তুত করা হয় তা ৪.৩.৬ অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬. পরিকল্পিত প্রকল্প/কার্যক্রম

এ অনুচ্ছেদটি সমগ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিকল্পিত প্রকল্প/কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য যেমন- বিবরণ, প্রস্তাবক, প্রত্যাশিত উপকারভোগী, ব্যয় প্রাক্কলন, তহবিলের সম্ভাব্য উৎস এবং অগ্রাধিকার ক্রমানুসারে এটি নির্বাচন করার কারণ বর্ণনা করতে হবে। ছক 'ছ' ব্যবহার করে উল্লিখিত তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সংযুক্তি- ৩

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১-	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২-	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৩-	সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৪-	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫-	জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬-	সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৭-	সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৮-	সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৯-	অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১০-	অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১১-	অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১২-	পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরন নিশ্চিত করা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩-	জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪-	টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫-	স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৭-	টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বঃ বাস্তবায়নের উপায়গুলো জোরদার করা এবং টেকইস উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জীবিত করা।

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2017/11/SDG%20Bangla%20version.pdf

সংযুক্তি- ৪

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত প্রধান লক্ষ্যসমূহের অনুবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার রূপকল্প ও লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে যে মূল লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে, তা নিম্নরূপঃ

ক. আয় ও দারিদ্র্য

- পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতি বছর গড়ে ৭.৪% হারে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন
- মাথাগুনতি দারিদ্র্য অনুপাত ৬.২ শতাংশ কমিয়ে আনা
- চরম দারিদ্র্য অনুপাতে প্রায় ৪.০ শতাংশ হ্রাস
- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থানের অংশ ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত করে বিপুল সংখ্যক অর্ধবেকারসহ শ্রমশক্তিতে নতুন প্রবেশকারীদের জন্য ভালো মানের কর্মসুযোগ সৃষ্টি

খ. খাত উন্নয়ন

- কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে অর্থবহ প্রবৃদ্ধি
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে সেবা উৎপাদন খাতের অবদান জিডিপির ২১% এ উন্নীতকরণ
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চার করে তা ৫৪.১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা
- অর্থবছর ২০২০ এর মধ্যে ৫০% এর বাণিজ্য- জিডিপি অনুপাত অর্জন

গ. সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন

- অর্থবছর ২০২০ এর মধ্যে মোট রাজস্ব জিডিপির ১০.৭% থেকে ১৬.১% তে বৃদ্ধি
- জিডিপির ৫% এর মধ্যে বর্তমান আর্থিক ঘাটতি বজায় রাখা
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে সরকারি ব্যয় জিডিপির ২১.১% এ বর্ধিতকরণ
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে ৯.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ

ঘ. নগর উন্নয়ন

- শহরের উপকণ্ঠগুলোতে বিশেষ করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের আশেপাশের এলাকায় অবস্থিত প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রসমূহে অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও পৌর সুবিধাদি বাড়ানো
- অনানুষ্ঠানিক বসতি ও বস্তিগুলোতে বসবাসকারীসহ শহর বা নগরবাসীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক গৃহায়ণ ও অন্যান্য পৌর সুবিধা
- টেকসই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও অঞ্চল চিহ্নিতকরণের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর পরিকল্পনা
- নগরের অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তার জন্য বর্ধিত উৎপাদনশীলতা, সহজ অর্থায়ন সুবিধা ও নীতি সমর্থন

ঙ. মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা)

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তির লক্ষ্য অর্জন
- পঞ্চম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষার্থী ধরে রাখার হার বর্তমান ৮০ শতাংশ থেকে শতভাগ বৃদ্ধি
- ৫-এর নিম্নে মৃত্যুহার প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৩৭ জনে নামিয়ে আনা
- প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০০০০ জীবিত জন্মে ১০৫ জনে নামিয়ে আনতে হবে
- প্রতিষেধক প্রদান, হাম নিয়ন্ত্রণ (১২ মাসের কম বয়সী শিশুদের শতাংশে) শতভাগ বাড়ানো
- ৫-এর কম শিশুদের মধ্যে স্বল্পওজন শিশুর অনুপাত ২০ শতাংশ কমানো
- দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতিতে শিশু প্রসবের ঘটনা ৬০ শতাংশ বাড়ানো
- মোট জন্ম হার ২.০ এ নামিয়ে আনা
- জন্ম নিরোধী বিস্তার হার ৭৫ শতাংশে উন্নীত করা

চ. পানি ও স্যানিটেশন

- সবার জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি
- স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধাভোগী নগরবাসীর অনুপাত শতভাগে উন্নীত করা
- স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধাভোগী গ্রামবাসীর অনুপাত ৯০ শতাংশে উন্নীত করা

ছ. জ্বালানি ও অবকাঠামো

- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে ইনস্টলকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্যাপাসিটি ২৩০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা
- জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য মিশ্র জ্বালানি নিশ্চিত করা

- শিল্প কারখানায় অবিরাম সরবরাহ রেখে বিদ্যুৎ সুবিধার বিস্তার ৯৬ শতাংশে বাড়ানো
- সিস্টেম লস ১৩% থেকে ৯% এ কমিয়ে আনা, জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- মাওয়া-জাজিরায় ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ
- প্রায় ২৬ কিমি দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ
- ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-৬ লেনে উন্নীত করে পুনর্নির্মাণ
- রেল ও নৌপথে পরিবহণের অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে বহুমুখী পরিবহণ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ বিভিন্ন নগরের ট্র্যাফিক ভিড় কমিয়ে আনা
- সড়ক- দুর্ঘটনা সংঘটন হ্রাস করা
- উচ্চ অগ্রাধিকারযুক্ত নিম্নের মহা প্রকল্পগুলো সম্পূর্ণ করা ঃ

  পদ্মা সেতু, গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প, এমআরটি-৬ প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল প্রকল্প, পায়রা বন্দর প্রকল্প, রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, রামপাল কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্প, মাতারবাড়ি কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্প

জ. জেন্ডার সমতা, আয় বৈষম্য এবং সামাজিক সুরক্ষা

- উচ্চতর (টার্শিয়ারি) পর্যায়ের শিক্ষায় পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমান ৭০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে বাড়াতে হবে
- ২০-২৪ বছর বয়সী পুরুষের তুলনায় শিক্ষিত নারীর অনুপাত বর্তমান ৮৬ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে
- কারিগরি ও পেশাগত (ভোকেশনাল) শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থী ভর্তিকে উৎসাহিত করা হবে
- জিডিপির অংশ হিসেবে সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় জিডিপির ২.৩% এ উন্নীত করতে হবে

ঝ. পরিবেশগত টেকসহিতা

- উৎপাদনশীল বনের আয়তন ২০ শতাংশ বাড়ানো
- ঢাকা ও অন্যান্য বড় বড় নগরীতে বায়ুর মান উন্নয়ন এবং পরিচ্ছন্ন বায়ু আইন পাস করা
- শিল্প বর্জ্যের শূন্য নিগর্মণ নিশ্চিত করা
- জলাভূমি সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন নগরের জলাভূমি, খাল পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ
- সর্বোচ্চ শুষ্ক মৌসুমে জলজ অভয়াশ্রম (অ্যাকোয়াটিক স্যাংচুয়ারি) হিসেবে অন্তত ১৫% জলাভূমি সংরক্ষণ করা
- উপকূল রেখা ধরে ৫০০ মিটার চওড়া স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা এবং তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা
- টেকসই ভূমি/পানি ব্যবহারের জন্য ভূমি জোনিং কাজ সম্পন্ন করা
- পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিবেচনাগুলো প্রকল্প ডিজাইন, বাজেটীয় বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন
- ঢাকাসহ অন্যান্য প্রধান নগরীসমূহের বিভিন্ন খাল ও প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ

ঞ. আইসিটি উন্নয়ন

- টেলিঘনত্ব ১০০%, ইন্টারনেট বিস্তৃতি ১০০% এবং ব্রডব্যান্ড সুবিধা বিস্তার ৫০%-এ উন্নীত করা
- সকল প্রাথমিক স্কুলে অন্তত ১টি করে এবং সকল মাধ্যমিক স্কুলে অন্তত ৩টি করে মাল্টিমিডিয়া সুবিধা সংবলিত ক্লাসরুম স্থাপন; ৩০% প্রাথমিক স্কুলে এবং ১০০% মাধ্যমিক স্কুলের প্রতিটিতে একটি করে আইসিটি ল্যাবরেটরি সুবিধা তৈরি
- ২৫% কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকে নগর অঞ্চলের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে টেলিপরামর্শ গ্রহণ সুবিধা
- সকল জি-টু-পি (সরকার থেকে ব্যক্তি) নগদ হস্তান্তর এবং অধিকাংশ পি-টু-জি এবং বি-টু-জি পরিশোধ কাজে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পন্ন করা
- জাতীয় পোর্টাল এবং মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সকল সরকারি সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ; ১০০% নাগরিক ও বাসিন্দার প্রত্যেকের ডিজিটাল পরিচয়পত্র থাকবে, যা সেবা বিতরণে ব্যবহৃত হবে
- বিভিন্ন চাহিদা ও সরবরাহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় নিয়মিতভাবে সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করা হবে
- জন সিদ্ধান্তের সমর্থনে উপযুক্ত সরকারি তথ্য ও বড় তথ্যভান্ডার বিশ্লেষণ নিয়মিতভাবে করা হবে; অভ্যন্তরীণ আইসিটি আয় ২ বিলিয়ন ডলারে এবং রপ্তানি আয় ২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ; আইসিটি শিল্পের জন্য ১০ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনসম্পদ গড়ে তোলা
- গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য জিডিপি-র ১% বরাদ্দ রাখা
- শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
http://www.plandiv.gov.bd/site/files/d40d434b-5afa-48ec-854b-6ce391c466d6/সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা-(বাংলা-ভার্সন)

প্রকল্পের নামঃ স্ট্রেন্দেনিং পৌরসভা গভর্নেন্স প্রজেক্ট (এসপিজিপি)
(Strengthening Paurashava Governance Project-SPGP)

১. **বাস্তবায়নকারীঃ** স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

২. **প্রকল্পের মেয়াদঃ** জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ (মূল টিপিপি) অনুযায়ী)

৩. **প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৩৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, জাইকা (JICA) এর অনুদান

৪. **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়ন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করা

৫. **প্রকল্পের আওতায় পাইলট পৌরসভাসমূহঃ**
(১) শৈলকূপা, ঝিনাইদহ (২) বাকেরগঞ্জ, বরিশাল (৩) কানাইঘাট, সিলেট
(৪) আটঘরিয়া, পাবনা (৫) ছেংগারচর, চাঁদপুর (৬) পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ ও
(৭) উলিপুর, কুড়িগ্রাম

৬. **প্রকল্পের কার্যক্রমঃ**

(ক) পৌরসভার জন্য জাতীয় কৌশলপত্রঃ দেশের সকল পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে, যা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং অনুমোদিত হয়েছে। ৮টি ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে প্রথমে খসড়া জাতীয় কৌশলপত্র তৈরি করে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, পৌরসভার মেয়রগণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শকগণ, উন্নয়ন সহযোগী (এডিবি, বিশ্বব্যাংক, জিআইজেড, এসডিসি) সহ অন্যান্য অংশীজনগণ।

(খ) ব্যবহারিক হ্যান্ডবুক প্রণয়নঃ প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রম পরিচালনায় পরামর্শ সহায়তার মাধ্যমে পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ১২টি ব্যবহারিক হ্যান্ডবুক প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

i) পৌরসভা পরিচালন সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ের উপর অবহিতকরণ বিষয়ক সহায়িকা
ii) <u>পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক হ্যান্ডবুক</u>
iii) পৌরসভা বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিষয়ক হ্যান্ডবুক
iv) পৌরসভা হিসাবরক্ষণ ও রিপোর্টিং বিষয়ক হ্যান্ডবুক
v) পৌরকর আদায় বিষয়ক হ্যান্ডবুক
vi) পৌরকর নিরূপণ বিষয়ক হ্যান্ডবুক
vii) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক হ্যান্ডবুক
viii) ওয়ার্ড কমিটি ও টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি) এর মাধ্যমে নাগরিক অংশগ্রহণ বিষয়ক হ্যান্ডবুক
ix) পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রায়োগিক হ্যান্ডবুক
x) পৌরসভা সড়ক উন্নয়ন বিষয়ক প্রায়োগিক হ্যান্ডবুক
xi) পৌরসভা ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রায়োগিক হ্যান্ডবুক
xii) পৌর পরিষদ ও স্থায়ী কমিটি কর্তৃক পৌরসভার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ বিষয়ক হ্যান্ডবুক

(গ) পৌরসভার জন্য পাইলট প্রশিক্ষণ পরিচালনা করাঃ
উপরে উল্লেখিত ব্যবহারিক হ্যান্ডবুকগুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে পাইলট পৌরসভাসহ অন্যান্য পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পৌরসভা পর্যায়ে পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছে। এ হ্যান্ডবুকের ভিত্তিতে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের ফলে পৌরসভায় দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হয়েছে।

(ঘ) পাইলট পৌরসভায় প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ
- ওয়ার্ড কমিটি ও টিএলসিসি'র মাধ্যমে স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোয় নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে;
- পাইলট পৌরসভাসমূহে কর আদায়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে নাগরিকদের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন চাহিদা চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- পৌরসভা কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এবং
- পৌর পরিষদ ও স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে পৌরসভার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।